সি. মা.-২

আলোকিত মানুষ

আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

সিলসিলায়ে মাওয়ায়েযে হাসানাহ্ নং-২

আলোকিত মানুষ

হযরত মাওলানা **শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন** ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ্

হযরত মাওলানা **শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার** ছাহেব (রঃ)

পরিচালক ঃ খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া

ইয়াদগার খান্‌কাহ্-এ হাকীমুল উম্মত

৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

প্রতিষ্ঠাতা মোতাওয়াল্লী ও সভাপতি

জামেআ হাকীমুল উম্মত, গুলশান-এ শাহ্ আখতার কমপ্লেক্স

হাকীমুল উম্মত নগর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকঃ

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

বয়ান সংগ্রহঃ

হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম-এর জনৈক খাদেম

প্রাপ্তিস্থানঃ

• হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
ইসলামী টাওয়ার
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

• খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খান্‌কাহ্‌-এ হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, ঢাকা- ১২০৪

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণকালঃ

যিলকদ ১৪৩৫ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
আশ্বিন ১৪২১ বাংলা

মূল্য ঃ ৬০ টাকা মাত্র

Alokito manush. by: Arefbillah Maolana
Shah **Abdul Matin Bin Husain** Saheb
damat barakatuhum.

কিতাবঃ **আলোকিত মানুষ**

বয়ানঃ হযরত মাওলানা **শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন** (দা.বা.)

সময়ঃ শুক্রবার, জুমার পূর্বে ৩৫ মিনিট এবং পরে ২৫মিনিট (১ ঘণ্টা)

তারিখঃ ৬ই যিলকদ ১৪৩৪হিঃ মোতাবেক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ইং

স্থানঃ বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
ঢালকানগর, ঢাকা

উপস্থিতিঃ প্রায় ৩০০০ শ্রোতামণ্ডলী (যাদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন মাদ্রাসার মোহতামিম, মোহাদ্দিছ, মুফতী সাহেবান, আছাতেযা, ওলামায়ে-কেরাম, তোলাবায়ে-কেরাম, বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির শিক্ষার্থীগণও।)

প্রকাশনায়ঃ হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার,
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এ | ন্তে | ছা | ব

আমার সকল দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী লেখা, অনুবাদ –সবকিছুই আমার মহান মোর্শেদ কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ গাওছে-যামানা হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রঃ)-এর দোআ, তাওয়াজ্জুহ, চোখের পানি ও সোহ্বতের বরকতে

আমাদেরই মহান আস্‌লাফ ও আকাবের –বিশেষতঃ হুজ্জাতুল-ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী চিশতী কাদেরী মোজাদ্দেদী (রঃ), ইমামে-রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী চিশতী কাদেরী মোজাদ্দেদী (রঃ), হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী চিশতী কাদেরী মোজাদ্দেদী (রঃ) প্রমুখ বুযুর্গানেদ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

আমার কোনও কথা যদি অজ্ঞাতসারে মহান এই আকাবেরের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে নিঃসন্দেহে তা অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। কারণ, তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ ছিল খালেছ সুন্নত-শরীয়ত কেন্দ্রিক।

বিনীত
মুহাম্মদ আবদুল মতীন

যমানার ওলামা-মাশায়েখের নেক নজর

হযরত মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব (দা:বা:)-এর প্রতি

❖ শায়খুল আরব ওয়াল আজম শাহ্ করাচী হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)-এর ফয়েযধন্য সকল খলীফাগণের মধ্যে একান্তই প্রিয়ভাজন ছিলেন মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দা:বা:। একবার হযরতওয়ালা করাচী (রহ.) তাঁরই মহব্বতে অঝোরে ক্রন্দনরত দেখে এই স্নেহধন্যকে লক্ষ্য করে বললেন, **আল্লাহ্ তাআলা ঢাকা কো আপ-কে লিয়ে কারাচী বানা দেঁ।** (মমার্থ: করাচীতে আমার খানকায় যেই 'দ্বীনী রঙ' ঢাকায় তোমার খানকাহ্কে আল্লাহ্পাক অনুরূপ বানিয়ে দিন।) ১৯৮৬ইং সনে তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতার উর্দূ তরজমা হযরতওয়ালা করাচী (রহ.) তাঁরই যবান থেকে শোনার পর বললেন,—**আপ কা কালাম মাওলানা রূমী কে কালাম ছে মিল্তা-জুল্তা হ্যায়।** (তোমার কবিতা মাওলানা রূমীর কবিতার মত।)

❖ একবার কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ গাওছে-যামানা হযরত মাওলানা **শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব** (রহ.) রাজশাহী শহরের একটি আবাসিক হোটেলে প্রবেশ কালে তাঁর বিশিষ্ট খাদেম ও খলীফা আওলাদে-রাসূল সাইয়েদ ইশ্রাত জামীল মীর ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে সম্বোধন করে বলেছেন—

میر صاحب! ایک زمانہ آئیگا جب عبد المتین کی تصنیفات دنیا کے گھر گھر تک پہنچے گی

"মীর ছাহেব! একটা সময় আসবে যখন আবদুল মতীনের লেখা কিতাবাদি সারা জাহানের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।"

❖ হযরতওয়ালা করাচী (রহ.) একবার পটিয়া মাদ্রাসায় বয়ান শেষে চট্টগ্রাম শহরে হাজী বশীর সাহেবের বাসায় পৌঁছে হযরতের প্রতি মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব (দা.বা.)-এর মহব্বতভরা বিশেষ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর বিশিষ্ট খাদেম ও খলীফা আওলাদে-রাসূল সাইয়েদ ইশ্রাত জামীল মীর ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে সম্বোধন করে একান্ত রূহানী দোআ-

তাওয়াজ্জুহ ও স্নেহের আতিশয্যে বলেছিলেন—

میر صاحب! ایک وقت آئیگا کہ یہ شخص پوری دنیا میں غلغلہ مچادیگا

"মীর ছাহেব! একটা সময় আসবে যখন এ ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করবে।"

❖ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর প্রফেসর শহীদুল ইসলাম খান নাঈম করাচী যাওয়ার অনুমতি চাইলে হযরত শাহ্ করাচী (রহ.) উত্তর দেন যে, **আপনার করাচী আসার প্রয়োজন নেই। আপনি আমার এখানে আসলে যে আলো পাবেন ঢাকায় মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব থেকে আপনার একই ফায়দা হবে।**

❖ গত ২৩-২৭ অক্টোবর ২০১৪ইং চট্টগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে হযরত মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব (দা.বা.)-এর ৫দিন ব্যাপী এসলাহী বয়ান হয়। ২৬শে আগষ্ট দারুল মাআরিফে তাঁর বয়ানের পর বিখ্যাত আলেমেদ্বীন আল্লামা সুলতান যাওক নদবী ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, **মনে হলো যে, হযরত হাকীম আখতার ছাহেব (রহ্.)-এরই বয়ান শুনলাম। শুধু ভাষার পার্থক্য। তিনি উর্দূতে বলতেন। আর আপনি বাংলায় বলেছেন।**

❖ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব হারদূঈ (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) খুবই স্নেহভরে বলতেন, **মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব সিল্‌সিলায়ে-থানবীর জীবন্ত ক্যাসেট।**

❖ হযরতওয়ালা করাচীর খলীফা, যশোর দড়াটানা মাদরাসার মুহতামিম, হযরত মাওলানা মুজীবুর রহমান ছাহেব বলেন, **মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব 'থানবী কাননের একটি ফুল'।**

❖ ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসিক এজতেমায় হযরতের তাজা কবিতা **'সাগর বুকে থাকি'** ও তার ব্যাখ্যা শুনে হযরতওয়ালা করাচীর খলীফা মুফতী আবদুল গাফফার ছাহেব (নাযেমে তা'লীমাত, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর, ঢাকা) বলেনঃ **আজকের কবিতা 'সাগর**

বুকে থাকি' শুনে ত আমি বহুতই তা'আজ্জুব হচ্ছিলাম যে, এত গভীর মর্মপূর্ণ কবিতা ত আর শুনি নি। মনে হচ্ছিল যেন মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. এর কবিতা। "তিনি ফার্সীতে বলতেন। আর আপনি বাংলায় বলছেন"।

এ যাবত হযরতের বাংলা কবিতা ১৬০০ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেছে। 'যমানার রুমী' হযরতওয়ালা করাচীর দোআর বরকতে হযরতের কবিতা 'সমগ্র বাংলার মছ্নবী' হিসেবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরতের প্রতিটি বয়ান একেকটা হীরক সাগর। প্রতিটি বাক্যই একটা অমূল্যবাণী হিসেবে সবার মনে স্থান করে নেয়। হযরতওয়ালার বিষয়বস্তু হলো 'আল্লাহ্র মহব্বত ও সুন্নতে রঞ্জিত, গুনাহমুক্ত তাক্ওয়ার যিন্দেগী গড়া এবং আকাবির ও আসলাফের সাথে নিজেদের বন্ধনকে মজবূত করা।' বয়ানের গাঁথুনী এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা এমনি, যেন ভাষাশৈলী সমৃদ্ধ সুন্দর সুন্দর শব্দগুলো বাক্যের রূপ নিয়ে হযরতের সামনে হাযির হয়। আর তিনি বলতে থাকেন। হযরতওয়ালার কবিতা বাংলা ভাষায় এক নতুন দিগন্তই সূচনা করেনি বরং নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। মনে হয় বাংলাভাষায় রূহানিয়তের উম্মেষ ঘটানোর জন্য আল্লাহ্তাআলা তাকে নির্বাচন করেছেন, যেমন ফার্সী ভাষায় মাওলানা রুমী, জামী, হাফেয শীরাযী ও বাবা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)কে।

(মুফতী) শহীদুস সালাম
ফাযেলে দারুল উলূম, দেওবন্দ
তাং ২৯শে যিলকদ, ১৪৩৫হিঃ

সূচীপত্র

- সব ধর্মকে সমান মনে করা মানে, প্রকারান্তরে নিজের যিন্দেগীতে ইসলামকে অস্বীকার করা/১৩
- ভালোর তুলনায় মন্দ কথা ও মন্দ কাজের কুপ্রভাব দ্রুত এবং বেশি হয়/১৩
- দেশ ও জাতির কল্যাণে যারা উৎসর্গ, তাদেরও জরুরী নিজের দ্বীন-ঈমান-আমল ও পরকালীন মুক্তির ফিকির করা/১৪
- সার্বক্ষণিক ও সার্বজনীন কল্যাণে পরিপূর্ণ একমাত্র ধর্ম ইসলাম/১৪
- কোরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে সকল আসমানী কিতাবই তো মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে/১৫
- মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধিকারী শিক্ষাই সত্যিকার আদর্শ শিক্ষা/১৫
- ইসলামবিমুখ জীবনব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপ এক মারাত্মক বিপর্যয়/১৬
- আল্লাহ্‌ভীতিই মানুষকে সৎ ও বিনয়ী বানায়/১৭
- যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি নেই, সর্বত্রই সে নষ্ট-ভ্রষ্ট ও বেপরোয়া হয়/১৭
- দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল/১৮
- আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য মানুষকে পশুত্বের জীবন থেকে পৃথক করে দেয়/১৯
- নিজের মধ্যে 'আলোকিত সুন্নতের যিন্দেগী' না থাকায় ইহুদী-খৃষ্টানদের দেখলে হীনতামন্যতাবোধ পয়দা হয়/১৯
- ইহুদী-খৃষ্টানদের নোংরা সভ্যতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার হাতিয়ার হলো টেলিভিশন, মোবাইল এবং ইন্টারনেট/২১
- ইসলামের আনুগত্য ও সুন্নতের মহব্বতের বরকতে প্রতিটি কথা ও কাজে হিম্মত ও আত্মমর্যাদাবোধ শানিত হয়/২২
- মানুষ বড় হয় বড় ঈমানের দ্বারা/২২
- নবী-রাসূলদের সমাজ সবচেয়ে উন্নত সমাজ/২৩
- নবজাতক শিশু—ছেলে হোক বা মেয়ে—তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামতের গভীর রহস্য/২৩
- নবজাতকের কানে আযান-একামত দ্বারা তার অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা হয়/২৪
- মা-বাবার দায়িত্ব সন্তানকে কেবলই আল্লাহ্‌মুখী করে গড়ে তোলা/২৬
- সন্তান দ্বীনদার, বেদ্বীন ও বদ্‌দ্বীন হয় মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কারণে/২৭

- খাওয়া-পরার সুব্যবস্থার পাশাপাশি সন্তানের ঈমান-আকীদা দুরুস্ত করাও মা-বাবার গুরুদায়িত্ব/২৮
- প্রতিটি কথা ও আচরণ শিশুর মনে দাগ কাটে/২৮
- শিশুর সম্মুখে ভাল আচরণ শিশুর উত্তম চরিত্রের বুনিয়াদ, মন্দ আচরণ মন্দ চরিত্রের বুনিয়াদ/২৯
- প্রযুক্তি ও বস্তুগত শক্তিতে বিশ্বের অনেকে অগ্রে হলেও 'আলোকিত সভ্যতা' এবং দ্বীন ও ঈমানী আদর্শে মুসলমানরাই অগ্রে/৩০
- গণতন্ত্রকে জোরদার করার ইউরোপীয় স্লোগানের পরিণাম হলো ইসলামের বক্ষে ছুরিকাঘাত/৩১
- কেবল দ্বীনী শিক্ষাই 'আলোকিত জাতির মূল মেরুদণ্ড'/৩২
- 'ইসলামী জীবন' গড়ার জ্ঞানার্জন ফরয/৩৪
- মহান আল্লাহ্র কৃপাধন্যরাই আলোকিত মানুষ /৩৫
- আল্লাহ্র সঙ্গে যার সম্পর্ক ভাল নয় সে আলোকিত মানুষ হয় কিরূপে?/৩৬
- যারা কোরআনের বিরুদ্ধে চলে কস্মিনকালেও তারা আলোকিত মানুষ হতে পারে?/৩৬
- ঈমানওয়ালাদেরকে আল্লাহ্পাক সব অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 'আলোকিত মানুষ' বানান/৩৭
- ঈমানহীন ব্যক্তিরা কেবলই অন্ধকারের দিকে ছুটতে থাকে/৩৭
- সন্তানাদির নাম নবী-রাসূল, সাহাবী কিংবা কোন আল্লাহ্ওয়ালাদের নামানুসারে রাখা উচিত/৩৮
- যাদের জীবন-যৌবন কেবলই আল্লাহ্র জন্যই উৎসর্গীত তাদের অনুকরণেই জীবন গড়া চাই/৩৯
- বিজাতীয় অনুকরণের কুফল ধীরে ধীরে তাদেরই নানান কলুষ-চরিত্রে আক্রান্ত করতে থাকে/৩৯
- শুধু মাত্র ঈমানটুকুরই বদৌলতে সবচে' নিম্ন মুসলমানও এই পৃথিবীর দশগুণ বড় জান্নাত লাভ করবে/৪০
- হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) এই দুই ঈমানওয়ালার উপর সমগ্র মানবজাতির ভিত্তি/৪১
- মুসলমান যতই ঈমান-ইসলামের অনুগামী হবে তাদের মাথা ততই উঁচু হবে এবং তাদের দাপট ও প্রতাপ ততই বৃদ্ধি পাবে/৪১
- সবকিছু পেয়েও যে আল্লাহ্কে পায় নি সে কিছুই পায় নি/৪২
- জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া চাই শুধু আল্লাহ্কে পাওয়া/৪৩

- কান্নার সময় আল্লাহ্ওয়ালারা হৃদয়-মন উজাড় করে নিজেকে আল্লাহ্র সামনে পেশ করেন/৪৩
- আল্লাহ্ওয়ালারা আখেরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার মজাও এত পান যে, রাজা-বাদশারা তার খোঁজও পায় না/৪৪
- আল্লাহ্ওয়ালারা দুনিয়া ও আখেরাতের হর নে'মতেই আল্লাহ্কে খুঁজে পান। আর আল্লাহ্বিমুখদের সবকিছুই হয় নীরস/৪৫
- জান্নাতীরা মাওলার দীদারে তন্ময় থাকবে অথবা তাজাল্লী-সিক্ত জন্নাতী নে'মতে ডুবে থাকবে/৪৬
- আরেফে-কামেলগণ জান্নাতে আল্লাহ্কে সরাসরিও দেখতে চাইবেন, নে'মতের আয়নাতেও দেখতে চাইবেন/৪৬
- সব নে'মতই আল্লাহ্কে দেখার আয়না/৪৭
- এই আসমান-যমীন, গাছ-পালা, তরু-লতা সবই মহান রাব্বুল আলামীনের সৌন্দর্য দেখার আয়না/৪৭
- আলোহীন মানুষই অবৈধ প্রেম-ভালবাসার বই লেখে, পড়ে এবং অভিনয় করে/৪৭
- নবী এবং সকল সাহাবীই 'আলোকিত মানুষ'/৪৮
- সাহাবীদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সকলেই আলোকিত মানুষ/৪৮
- অসৎ ও বিপথগামীদের 'আলোকিত মানুষ' বলা আলোময় ইসলাম হতে দূরত্বের প্রমাণ/৪৯
- মানুষ আলোকিত হয় আল্লাহ্র আনুগত্যে, আল্লাহ্র ভালোবাসায়/৪৯
- এল্‌মে-নবুওয়তে আলোকিতদের সংস্পর্শে ওঠাবসা করলে আলো এবং অন্ধকারের মাঝে পার্থক্যের নূর নসীব হয়/৫০
- যে ব্যক্তি বলে 'সব ধর্ম সমান' নিঃসন্দেহে সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহু দূরে/৫১
- দ্বীনের বিষয়ে আলেম-ওলামাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ ও প্রচার করা নিজের দ্বীন ধ্বংস করারই প্রস্তুতি/৫২
- ইসলামে স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম সোজা জাহান্নাম/৫২
- মহান রব্বুল আলামীনের কথা যারা জানে এবং মানে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী/৫৩
- আলেমের কাজই হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, তজ্জন্য দরদ ভরা অন্তরে ফিকির করা/৫৩

- খালেছ সুন্নত-শরীঅতের আলোকেই নিজেকে এবং জনগণকে আল্লাহ্‌মুখী করা চাই/৫৪
- সুন্নত ও তাকওয়ার নূরে আলোকিত হয়ে দ্বীনের কথা বললে আল্লাহ্‌পাক ঐ কথার মধ্যে আছর দান করেন/৫৫
- দ্বীনী কাজ করার জন্য নবী-রাসূল এবং পূর্বসূরী মহান আসলাফ ও আকাবেরের যিন্দেগীতে নমুনা খোঁজা চাই/৫৫
- লায়লাকে বাদশার নয় মজনূঁর চোখে, ইসলামকে গণতন্ত্রের নয় বরং ইসলামের চোখ দিয়েই দেখা চাই/৫৬
- দ্বীনের কোন বিষয়ে কয়েকজন আলেম একমত হলেই কস্মিনকালেও তা 'ফোকাহাদের এজমা' হিসাবে গণ্য হয় না/৫৭
- হর যামানার ফেৎনায় হযরত বেলালরা মাওলাকে নিয়ে; আর আবূ লাহাবরা নিজেদের হীন চিন্তা ও স্বভাব নিয়েই ব্যস্ত থাকবে/৫৮
- আমরা সুন্নতের আলোকিত জীবন গড়ি এবং জাহান্নামী যিন্দেগী থেকে দূরে থাকি!/৫৮
- সন্তানদেরকে বিজাতির অনুকরণে বেদ্বীন হওয়ার পথে ঠেলে দিয়ে পরে তাদের দ্বীনদার হওয়ার আশা পোষণ করা বোকামী বৈ নয়/৫৯
- যেই বাবা-মা নিজ সন্তানকে মহান রব্বুল-আলামীনের সাথে পরিচিত করিয়ে দেন, রাজা-বাদশার চেয়েও বহু উত্তম সেই পিতা-মাতা/৫৯
- একটি যিয়ারতের খাব/৬১
- সত্য-ন্যায়ের মহান প্রতীক তুমি (না'তে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)/৬২
- দয়ার নজর দাও (না'তে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)/৬৪

- মানুষ বড় হয় বড় ঈমানের দ্বারা
- সব নে'মতই আল্লাহ্কে দেখার আয়না
- সবকিছু পেয়েও যে আল্লাহ্কে পায় নি সে কিছুই পায় নি
- মানুষ আলোকিত হয় আল্লাহ্র আনুগত্যে, আল্লাহ্র ভালোবাসায়
- যারা কোরআনের বিরুদ্ধে চলে কস্মিনকালেও তারা আলোকিত মানুষ হতে পারে না

—হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين﴾[1]

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

من تشبه بقوم فهو منهم[2]

او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم

সব ধর্মকে সমান মনে করা মানে, প্রকারান্তরে নিজের যিন্দেগীতে ইসলামকে অস্বীকার করা

ইসলাম এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নে'মত। ইসলামই একমাত্র দ্বীন এবং ধর্ম যেই মোতাবেক চললে মানুষ জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। ধর্ম সম্পর্কে এরকম ধারণা করা যে, সব ধর্মই ভাল এবং সব ধর্মই মানুষকে আল্লাহ্ পর্যন্ত নিয়ে যাবে, জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে– কোন মুসলমান এরকম ধারণা করলে তার কি ঈমান থাকবে? যত ধর্ম আছে সব ধর্মই কি জান্নাতে পৌঁছে দিবে?

ভালোর তুলনায় মন্দ কথা ও মন্দ কাজের কুপ্রভাব দ্রুত এবং বেশি হয়

বর্তমানে এই পৃথিবীর এমন এক অবস্থা যে, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, সকল মিডিয়া– মানুষ যেগুলো শুনতে ও পড়তে অভ্যস্ত, তার ভিতর বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির চর্চা হয় খুব বেশি।

[1] সূরা তওবা, আয়াত নং ১১৯

[2] আবূ দাউদ শরীফ: পৃ. ৫৫৯

বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দিন-রাত তাদের বক্তব্য পেশ করেন। আর বড়-ছোট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই এগুলো শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এর দ্বারা মানুষ দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ধারণার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। কারণ, দ্বীন সম্পর্কে যাদের সঠিক ও যথেষ্ট জ্ঞান নেই দিন-রাত তারা দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে যা–খুশি বলেই যাচ্ছেন। পরন্তু তাদের অনেকেরই বক্তব্য প্রচলিত রাজনীতি ও ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত থাকে, বাস্তবে ইসলামের পবিত্র শিক্ষা ও আদর্শের সাথে যার দূরতম সম্পর্কও থাকে না বহুক্ষেত্রে।

দেশ ও জাতির কল্যাণে যারা উৎসর্গ, তাদেরও জরুরী নিজের দ্বীন-ঈমান-আমল ও পরকালীন মুক্তির ফিকির করা

আমার বন্ধুগণ!
নেতা হওয়া ফরয না,
লিডার হওয়া জরুরী না,
বড় পোস্ট পাওয়া জরুরী না,
রাজা-বাদশাহ্ হওয়া জরুরী না,
কিন্তু মোমেন হওয়া জরুরী।
নিজের ঈমানটুকুর হেফাজত জরুরী।
জান্নাতে যাওয়া জরুরী।
জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাত পাওয়া জরুরী।
সর্বদা সর্বক্ষেত্রে এই বিষয়টি যেন অবশ্যই স্মরণ থাকে এবং আমলে থাকে। এটি ভুলে যাওয়া কঠিন বিপদ, ভয়ংকর বিপদ।

সার্বক্ষণিক ও সার্বজনীন কল্যাণে পরিপূর্ণ একমাত্র ধর্ম ইসলাম

কোরআনুল-কারীমে রব্বুল আলামীন বলেছেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَام

"দ্বীন ত আল্লাহ্পাকের নিকট শুধুই ইসলাম।"[৩]

যে ধর্ম বান্দাকে আল্লাহ্র সঙ্গে জুড়ে দেয়,

৩. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নং ১৯

যে ধর্ম বান্দাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়,
যে ধর্ম জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়,
যে ধর্ম দোজাহানে শান্তি-সম্মান, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সাফল্য দেয়
সেটি শুধুই ইসলাম।

কোরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে সকল আসমানী কিতাবই তো মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে

এমনকি যেসকল আসমানী কিতাব পূর্বে আসমান থেকেই নাযিল হয়েছিল, যেমন তাওরাত-যাবূর-ইঞ্জিল। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহূ ওয়া-আম্মা নাওয়ালুহূ নির্দেশ করেছেন যে, তাওরাত-যাবূর-ইঞ্জিলের বিধানসমূহ এখন থেকে রহিত। মানসূখ। আসমানী কিতাব হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর উপর এখন আর আমল করা যাবে না। এখন শুধু কোরআনের উপরই তোমাদের আমল করতে হবে এবং হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে পথ বাতলান, একমাত্র সে পথেই সকলকে চলতে হবে। তবেই মানুষ মোমেন হবে। তবেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে লোকদের মধ্যে এখন যে ধরনের ধারণা পয়দা হচ্ছে তাতে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক এটুকু জানার মত উপায় মানুষের মাঝে যেন নেই। আর সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা ত এরকম যে, লেখা-পড়া কর আর চাকরি কর। ইহ-পরকালের যথার্থ কল্যাণচিন্তা ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা ও দ্বীনী তাগিদ সেখানে অনুপস্থিত। অথচ সেই মুসলিম ছাত্র ভাই-বোনদের অন্তর অবশ্যই ইসলামের জন্য কাঁদে। কিন্তু তাদের প্রাণের সেই প্রেরণা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ কার দায়িত্ব? কেয়ামতে এর জন্য কোন জবাবদিহিতা নেই?

মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকারী শিক্ষাই সত্যিকার আদর্শ শিক্ষা

কিন্তু লেখা-পড়া কর আর মানুষের মত মানুষ হও,
লেখা-পড়া কর, সাথে সাথে চরিত্রবানও হও,
লেখা-পড়া কর, সেই সাথে আসমানওয়ালার সঙ্গে সুন্দর ও বড় সম্পর্কওয়ালাও হও—
এমন লেখা-পড়া কি দেশ-জাতির কল্যাণ সাধন করতো না?

দেশ-জাতির এতে অধিকতর উন্নতি-অগ্রগতি হতো না?

যেই লেখা-পড়ার দ্বারা বান্দা আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক করে দোনো জাহানকে কামিয়াব করবে–

তার দুনিয়া কামিয়াব হবে,
আখেরাত কামিয়াব হবে,
দোনো জাহান কামিয়াব হবে,
সম্মানিত ও মর্যদাবান হবে,
হেদায়েতের আলোতে আলোকিত হবে,
সর্বাঙ্গীন সফলকাম হবে,

এরকম লেখা-পড়া আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আজ খতম হয়ে গেছে।

সেইরূপ লেখা-পড়া থেকে জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থাকে আজ করুণভাবে, নিদারুণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে বুঝ দান করুন।

ইসলামবিমুখ জীবনব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপ এক মারাত্মক বিপর্যয়

দেশ-জাতির তাঁরা কিরূপ অভিভাবকমণ্ডলী, যাঁরা দেশ-জাতি গড়ার 'আসল বুনিয়াদ' থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।

আরে ভাই!
গাছের গোড়াই নেই, ফের মাথায় পানি ঢাললে কী ফায়দা হবে?
যেখানে মানুষের মাঝে দ্বীন-ঈমান থাকবে না,
আখেরাতের ফিকির থাকবে না,
অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকবে না,

ফের কয়েক কোটি পুলিশ বাহিনীও যদি নিয়োগ করা হয়, ঐ মানুষদের কি সত্যের উপর রাখা যাবে?

ন্যায়-নীতির উপর রাখা যাবে?
সত্যিকার ইনসাফের উপর রাখা যাবে?
সচ্চরিত্রবান বানানো যাবে?
অন্যায়- অসৎ পথ হতে ফিরানো যাবে?

বস্তুত: ইসলামবিমুখ জীবনধারা ও জীবনব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপই এক মারাত্মক ঝুঁকি ও বিপর্যয়।

আল্লাহ্‌ভীতিই মানুষকে সৎ ও বিনয়ী বানায়

মানুষ যদি সচ্চরিত্রবান হতে চায়, তার শুধু একটাই পথ আছে। তার অন্তরে যদি এই বিশ্বাস পয়দা হয় যে,

এক আল্লাহ্‌র গোলাম আমি।

এক আল্লাহ্‌পাকের দাসানুদাস আমি।

তাঁর সন্তুষ্টির অধীন জীবনই রহমতের জীবন।

যদি তাঁকে নারাজ করলাম, অসন্তুষ্ট করলাম, তো নিশ্চিতই আমি বিপদে পড়ে গেলাম।

তবে ত প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য বিপদজ্জনক।

প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য আযাবের।

তখন তো আমার দুনিয়ায়ও বরবাদ, আমার আখেরাতও বরবাদ।

এই বিশ্বাস যখন মানুষের মধ্যে পয়দা হয়, এবং বদ্ধমূল হয়,

তখনই মানুষ সৎ হয়,

চরিত্রবান হয়,

সত্যিকার ন্যায়পরায়ণ হয়।

এই বিশ্বাসটাই মানুষের মধ্যে সকল সুন্দর চরিত্রের মূল। সমস্ত উন্নত চরিত্রের এটাই হলো বুনিয়াদ। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ভয়ই মানুষকে পূর্ণ সৎ, সভ্য ও প্রকৃত বিনয়ী বানায়।

যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি নেই, সর্বত্রই সে নষ্ট-ভ্রষ্ট ও বেপরোয়া হয়

হৃদয়ের গহীনে লালিত এই বিশ্বাস যে, এক আল্লাহ্ আছেন, যিনি আমার যিন্দেগীর হিসাব নিবেন।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ [8]

" যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ কোন ভাল কাজ করবে, সেটি সে প্রত্যক্ষ করবে । আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ কোন খারাপ কিছু করবে তাও সে প্রত্যক্ষ করবে।"

---

৪. সূরা যিলযাল, আয়াত নং ৭-৮

আমি ভাল করলাম, সেটার তিনি পুরস্কার দিবেন। আর যদি আমি খারাপ কিছু করলাম আমার জীবনের যে কোন একটা মুহূর্তে, আমার সেই অন্যায়ের জন্য কাল কেয়ামতে নিশ্চয় আমাকে শাস্তি ও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই বিশ্বাস যখন অন্তরে বদ্ধমূল হয়, তখন এ বিশ্বাসের পবিত্র বীজ ও বুনিয়াদ থেকেই নানা রকমের সুন্দর চরিত্রের স্ফুরণ ঘটে। ভাল ভাল চরিত্র তখন তার মধ্যে পয়দা হয়। আর এই বিশ্বাস থেকে মানুষ যখন বঞ্চিত হয়, যত রকমের নষ্টামি আর ভ্রষ্টামি আছে, যে-কোনটার মধ্যেই তার লিপ্ত হওয়া খুবই এবং সহজেই তখন সম্ভব। দেখা যায়, অত্যন্ত ভদ্রলোক। কিন্তু সে যেখানেই কোন সুযোগ-সুবিধা পেল, বস্ তখন আর কোন হালাল-হারামের বালাই নেই। তার তো বস্ কয়েক কোটি টাকা দরকার। শুধু টাকা আর টাকার নেশা। কতই শুনেছেন যে, কোন কোন ভদ্র লোকেরা রাস্তা বানায়। এই রাস্তার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ হতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে, শত শত, হাজার হাজার কোটি টাকার মধ্যে কিছু খরচ করল। আর বাকিটা পকেটে ভরল। এটা কোন্ কারণে? কিসের কারণে? শুধু দুনিয়ার হারাম মোহ তাকে পাগল বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিতি ও পরিণতির বিশ্বাস তার অন্তরে অনুপস্থিত বা ক্ষীণতর।

দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল

রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন-[৫]

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল।'

দুনিয়ার প্রতি যে মোহান্বিত হলো, ফলে আল্লাহ্পাকের ভয়-ভীতি যদি তার অন্তর থেকে দূর হলো বা দুর্বল হলো, বস্ এখন পাপাচার আর পাপাচারের দুনিয়া তার কর্মে ও জীবনে আসতেই থাকবে। কখনো এই পাপ, কখনো সেই পাপ। একটা পাপে লিপ্ত হলে ঐ পাপই অন্যান্য পাপের দিকে টানতেই থাকে। একটা অন্যায় কাজ করে তা ঢাকার জন্য সে হাজারো অন্যায়ের আশ্রয় নিতেই থাকে।

---

৫. মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা: ৪৪৪ (বায়হাকী থেকে)

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য মানুষকে পশুত্বের জীবন থেকে পৃথক করে দেয়

হযরত আদম আলাইহিছ্-ছালাম পৃথিবীর প্রথম মানুষ। তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা হলো, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য, অন্তরের অন্তঃস্থলে সর্বদর্শী আল্লাহ্র ভয়-ভীতি লালন। এটা হলো মানুষ আর পশুর মাঝে পার্থক্য হওয়ার এক মাপকাঠি। এই বস্তুটিই মানুষ এবং পশুর মাঝে পার্থক্য করে দেয়।

মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে,
মানুষ আল্লাহ্র আনুগত্য করে,
মানুষ আল্লাহ্কে ভয় করে,
আর পরকাল জীবনে আল্লাহ্পাকের সম্মুখে হিসাব দেয়ারও বিশ্বাস রাখে।
এই ভয় মানুষকে মানুষের পজিশনে রাখে।
এই ভয় মানুষকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখে তার হৃদয়ের গভীরে।
এই ভয়ই মানুষকে মানুষের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে।

আর এই ভয় যদি খতম হয় অথবা দুর্বল হয়, তো এই মানুষই পশুতে পরিণত হয়।

আরবের লোকেরা মেয়ে-শিশুদের জীবিত অবস্থায় কবরে দাফন করে দিত। কীভাবে সম্ভব ছিল ওদের পক্ষে এত নিষ্ঠুর ও এত পাষণ্ড এই কাণ্ড? এক শক্তিধর আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ছিল না, অন্তরে শক্তিধর ও শাস্তিদাতা আল্লাহ্র প্রতি ভয় ছিল না। এটাই তাদেরকে এত ভয়ঙ্কর বানিয়ে ফেলেছিল। এটাই তাদেরকে এত জঘন্য পশুতে পরিণত করেছিল।

নিজের মধ্যে 'আলোকিত সুন্নতের যিন্দেগী' না থাকায় ইহুদী-খৃষ্টানদের দেখলে হীনতামন্যতাবোধ পয়দা হয়

এখন লোকেরা কথায় কথায় বলতে থাকে যে, আমরা ত আবার আইয়ামে জাহেলিয়াতের দিকে যেতে শুরু করেছি। আরে! আইয়ামে জাহেলিয়াতের কোন্ কোন্ কর্ম আমরা বাকি রেখেছি? আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা যে-সকল অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল তার চেয়ে হাজারো গুণ বেশি জঘন্য পাপে এবং জঘন্য খারাবীতে বহু মানুষ এখন

অভ্যস্ত ও সিদ্ধহস্ত।
আজকের সমাজে কী ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর খুন-খারাবি,
কী অমানুষিক যুলুম-অত্যাচার,
কী চরম লজ্জাকর অশ্লীলতা-বেহায়াপনা,
কী নীতি-আদর্শবিবর্জিত, নেতৃত্ব ও মোড়লিপনা,
কী নির্দয়-নিষ্ঠুর নির্যাতন শিশু-কিশোর ও নারীদের উপর,
কী করুণ আর্তনাদ আজ বিচারালায়ে বিচারপ্রার্থীর,
কী বীভৎস দূরত্ব-চিত্র আজ শাসক ও শাসিতের মাঝে,
কী চরম নীচু আচার-আচরণ দিন-রাত অষ্টপ্রহর চলছে আর চলছে। আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও তা হার মানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে মানুষ হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।

আর মুসলমানদের মধ্যে এই হীনমন্যতাবোধ যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের দেখলেই লজ্জাবোধ করে যে, তাদের বিল্ডিং উচুঁ, তাদের পোশাকগুলো একটু শক্ত টাইপের!
ইয়া আল্লাহ্! এই কী মুছীবতের কথা!
ইসলামের চর্চা না থাকার কারণে,
পরিমার্জিত-মহিমান্বিত ইসলামী যিন্দেগী না থাকার কারণে,
সুন্নতের যিন্দেগী বিস্মৃতি ও অনুপস্থিতির কারণে,
এর অনুশীলন এবং চর্চা না থাকার কারণে
মানুষের মধ্যে আজ এরূপ হীনতামন্যতাবোধ পয়দা হয়েছে। যেই হীনমন্যতাবোধ ছিল না
হযরত বেলালের মধ্যে,
হযরত হাসান বস্‌রী,
বড় পীর জীলানী,
ইমাম গায্‌যালী,
খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী,
মুজাদ্দেদে-আলফেছানী,
হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী,
হুজ্জাতুল-ইসলাম মাওলানা কাসেম নানূতবীদের মধ্যে।

ইহুদী-খৃষ্টানদের 'নীচু সভ্যতা' ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার হাতিয়ার হলো টেলিভিশন, মোবাইল এবং ইন্টারনেট

আর যেহেতু মানুষ এখন সারা পৃথিবীকে মোবাইলে, টেলিভিশনে, ইন্টারনেটে দেখতে পায়, এ জন্য ইহুদী-খৃষ্টানদের যা-কিছু চাল-চলন, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার দেখে তাতে প্রভাবিত হয় যে,
এরকম হলেই তো বড় মাপের হওয়া যায়,
এরকম হলেই উন্নত বিশ্বের লোক হওয়া যায়।
তার মানে, ওরা প্যান্ট ঢিলা করল, তো এরাও খুব ঢিলা......।
ওরা প্যান্ট পায়ের তলে ফেলল, তো এরাও পায়ের তলে।
আবার ওরা প্যান্ট-শার্ট শর্ট করল, তো এরাও শর্ট।
বিজাতি-বিধর্মীদের অনুকরণের এ কোন্ প্রশংসিত নেশা?

কয়েক দিন দেখছিলাম, প্যান্ট বানায় লুঙ্গীর মত। এত ঢোলা যে, যেই পর্যন্ত ঢোলা বানাতে পারে। কারণ, ওরা দেখেছে যে, আমাদের বড় বড় নেতারাও কিনা যাদেরকে জীবনের জন্য অনুসরণীয় মনে করেন তাদের প্যান্ট ঢোলা হয়ে গেছে। এজন্য নিজেদের প্যান্ট ওরা ঢোলা করে ফেলেছে। একদম টাখনু গিরার নিচে গিয়ে নেমেছে। পূর্ণ রাস্তা-ঘাট সব সাফ করে নিয়ে যায়। অন্য কারো সাফ করার তেমন যেন দরকারই না পড়ে। এই হালতের এত অসংখ্য প্যান্ট যদি রাস্তা সাফ করতে থাকে তাহলে আর সাফ করার দরকারই-বা কী? এভাবে দীর্ঘকাল ধরে লম্বা-লম্বা ঢিলা-ঢালা ইংরেজী পোশাক বানাতে থাকল। আবার যখন ওরা টাইটফিট করতে শুরু করল, এরাও টাইটফিট। আবার তারা হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়েছে, তো এরাও হাঁটু পর্যন্ত উঠাচ্ছে। তারা হাঁটুর উপরে উঠিয়েছে, তো এরাও হাঁটুর উপরে উঠাতে শুরু করেছে।
কী নিম্ন রুচি!
কী ঘৃণ্য রুচি!
কী ধিকৃত রুচি!
কী দুঃখজনক ও লজ্জাকর এই পরানুকরণ!

যারা দিন-রাত এই পৃথিবীতে অভিশপ্ত, ঘৃণিত এবং নোংরা কর্মে লিপ্ত, তাদেরকে অনুসরণীয় মনে করছ হে মুসলিম সন্তানেরা! অথচ তোমাদের প্রাণাধিক প্রিয় ইসলাম ত সেই জিনিস, সেই মহান সম্পদ যে,

نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ

"সারা বিশ্বে মুসলমানদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে এই ইসলাম, ইসলামী কালচার, শ্রেষ্ঠ এই ইসলামী জীবনাচার।"

ইসলামের আনুগত্য ও সুন্নতের মহব্বতের বরকতে প্রতিটি কথা ও কাজে হিম্মত ও আত্মমর্যাদাবোধ শাণিত হয়

হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক বড় ছাহাবী। দস্তরখানে খাবারের কোন টুকরা পড়ে গেছে। তিনি সেটা তুলে নিয়ে খাচ্ছিলেন। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ বলছিলেন, সফরে যেখানে আসলাম, এখানে ত ইহুদী-খৃষ্টানদের পরিবেশ। এখানে যদি এমনটা করা হয় যে, দস্তরখানে পড়ে যাওয়া খাবারও তুলে খাওয়া হয়, তাহলে ওরা আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে, তুচ্ছ নজরে দেখবে। এখানে অমনটা না করলেও তো হয়। হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলছিলেন–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ

"দুনিয়ার এই কতগুলো মূর্খ, নির্বোধ, বে–সমঝ লোকের রেআয়েত করতে গিয়ে আমার প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর

পবিত্র আদর্শকে আমি জলাঞ্জলি দিব?

সুমহান সেই আদর্শ আমি পরিত্যাগ করব?"

অথচ আমাদের অবস্থা হলো, ঘরে ঘরে আজ ইহুদী-খৃষ্টানদের জীবনধারা আমরা লালন করছি। ইংরেজদের মত পোশাক, ইংরেজদের মত খাওয়া-দাওয়া, ইংরেজদের মত আচার-অনুষ্ঠান।

মানুষ বড় হয় বড় ঈমানের দ্বারা

ইংরেজরা টেবিলে খাওয়া শুরু করেছে, তো আমরা মনে করলাম যে,

টেবিলে খেলেই বুঝি বড় লোক হওয়া যায়!

টেবিলে খেলেই উন্নত সমাজের মানুষ হওয়া যায়!

প্রিয় বন্ধু! বড় ও সম্মানিত হতে হলে 'ইংরেজ' হতে হয়?

আমার প্রিয় বন্ধু! বড় হওয়ার পদ্ধতি এটি নয়।

মানুষ বড় হয় বড় ঈমানের দ্বারা,
আল্লাহ্‌র সাথে ভালো সম্পর্কের দ্বারা,
আদর্শ জীবনের দ্বারা,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ জীবনের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণের দ্বারা।

নবী-রাসূলদের সমাজ সবচেয়ে উন্নত সমাজ

হে উন্নত সমাজের অভিলাষী! এই পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত সমাজ হলো নবী-রাসূলদের সমাজ,
তাঁদের সাচ্চা অনুসারীদের সমাজ।
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সমাজ কি উন্নত সমাজ নয়?
হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর সমাজ উন্নত সমাজ নয়?
হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমাজ উন্নত সমাজ নয়?
হযরত আবূ বকর-ওমর-উসমান-আলী-ওমর ইবনে আব্দুল আযীযদের সমাজ কি উন্নত সমাজ নয়?

এই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানব কাফেলা যারা উন্নত সমাজ নামে পরিচিত, তাঁদের সর্বশীর্ষে রয়েছেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। তাঁর পবিত্র ও সর্বোন্নত আদর্শকে পরিহার করে দিয়ে মানুষ উন্নত হয় কিভাবে? একটাই পথ আছে যে, তার ফলে শুধু নিচেই নামতে থাকে মানুষ। মহান আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র আদর্শ বর্জন করা মানেই নিচে নামা।
তাঁর পবিত্র আদর্শ থেকে বিমুখ বা বিরক্ত হওয়া মানেই বিপন্ন হওয়া,
লাঞ্ছিত হওয়া,
অপদস্ত হওয়া,
ব্যর্থকাম হওয়া।

নবজাতক শিশু——ছেলে হোক বা মেয়ে——তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামতের গভীর রহস্য

فَسَوْفَ تَرٰى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ * اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارٌ

হে মানুষ! অচিরেই তোমার খবর হবে যে, তুমি কতটুকু উন্নত হতে পেরেছ। মুসলমানের নিজ সন্তানকে সত্যিকার মুসলমান বানানোর ফিকির নেই। রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তো শিক্ষা দিয়েছেন যে, ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, জন্মের পরই তার ডান কানে আযান দিও, বাম কানে একামত দিও। মানে, আযান যেভাবে মসজিদে বুলন্দ আওয়াজে দেওয়া হয়, এই আযানের শব্দগুলো মসজিদের আযানের মত এত উচ্চ:স্বরে দিতে হবে না। একটু উঁচু শব্দে দিলেই হয়ে যায়। কানের ভিতরে নয়, কানের কাছে দিলেই হয়—যাতে শিশু শুনতে পায়। ওর কানে আওয়াজটা যায়– এভাবে আযান দিলেই হলো। তারপরে বাম কানে একামত। নামাযের আগে একামতের যে শব্দগুলো বলা হয় সেগুলো আযানের শব্দের চেয়ে একটু নিচু শব্দে বলবে।

নবজাতকের কানে আযান-একামত দ্বারা তার অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা হয়

কিন্তু এত যে ছোট্ট শিশু, যে কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, তার কানের পাশে আযান-একামত বললে কী ফায়দা? হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেছে-দেহ্লভী (রহ.) যিনি সমগ্র ভারত উপমহাদেশে সমস্ত আলেম-ওলামা-মুহাদ্দেছীন-ফুকাহা সকলের শীর্ষ মুরব্বী, তিনি তাঁর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্" কিতাবে বলেছেন, ছোট্ট শিশুর কানে যখন আযান-একামত বলা হয়, তাতে এই অবুঝ শিশুর অন্তরে ঈমানের বীজ বপন হয়। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার বুনিয়াদ রাখা হয়।

আযান-একামতের কথাগুলো কি, এবং মর্ম কী, তা লক্ষ্য করুন।

الله اكبر الله اكبر

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

"আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়।"

মানে, এমন কোন বড় নাই যে আল্লাহ্র বড়ত্বের মুকাবিলা করতে পারে।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।"

আল্লাহ্পাকের সমকক্ষ কেউ নাই। কি নমরূদ, কি ফেরাউন, কি হামান, এরা সবাই তো কয়েকদিনের দুনিয়ার অতি সামান্য একটু

দাপটওয়ালা, ক্ষমতাওয়ালা ছিল। মহান রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার দাপটের সামনে ওদের সব দাপটই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কোন বাদশাহ্ নাই আল্লাহ্পাকের বাদশাহীর সামনে। কোন দাপট নাই মহান আল্লাহ্র দাপটের সামনে। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, সবচে' মহান।

اللهُ أَكْبَرُ . اللهُ أَكْبَرُ

اشهد ان لا اله الا الله

আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। আল্লাহ্ই একমাত্র মা'বূদ ও উপাস্য। আর কোন মা'বূদ নাই, আর কোন উপাস্য নাই। এমন আর কেউ নাই আমরা যার এবাদত করব, উপাসনা করব।

اشهد ان محمدا رسول الله

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছূলুল্লাহ্।

আমি অন্তরের গভীর থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্পাকের রাসূল। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি পয়গাম নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ্পাকের 'বিশেষ দূত' হয়ে তিনি এই পৃথিবীতে শুভাগমন করেছেন।

حی علی الصلوة, حی علی الصلوة

হাইয়া আলাছ্ছলাহ্, হাইয়া আলাছ্ছলাহ্

"নামাযের দিকে আস, নামাযের দিকে আস।"

ঈমানের কথা,
তাওহীদ ও রেসালাতের কথা,
আল্লাহ্র একত্ব ও মহত্ব-বড়ত্বের কথা,
এমনকি নামাযের কথাও
শোনানো হচ্ছে ছোট্ট শিশুটিকে।

حی علی الفلاح , حی علی الفلاح

মহান আল্লাহ্র একত্ব ও বড়ত্বের বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও বন্দেগীই হচ্ছে কামিয়াবীর পথ। অবোধ শিশুকে এ কামিয়াবীর পথের দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে। মহান আল্লাহ্র একত্বের বিশ্বাস-বীণার মধুর সুর

পৌঁছে দেয়া হচ্ছে শিশুর অন্তর-মূলে।

الله اكبر الله اكبر

لا اله الا الله

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাহ্।

আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নাই, কোনই মা'বূদ নাই।

ছোট্ট শিশুর কানে এত গভীর মর্মময় কথা শোনানোর কী ফায়দা? শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে-দেহ্লভী (রহ.) বলেন, এইরূপ বলার দ্বারা ঐ ছোট্ট শিশুর অন্তরে ঈমানের বীজ পয়দা হয়। ঈমানের আওয়াজ পৌঁছে, আল্লাহ্র বড়ত্বের পয়গাম পৌঁছে যায়। এভাবে আল্লাহ্পাকের মহত্ব ও বড়ত্বের আওয়াজ তার অন্তরকে প্রভাবিত করে। "যিনি সমস্ত বিশ্বের সবকিছু থেকে বড়, তিনি ত মহান আল্লাহ্ এবং সেই আল্লাহ্র হুকুম আমার শিরোধার্য। আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াছাল্লাম-এর আদর্শই হবে 'আমার যিন্দেগী'।"

মা-বাবার দায়িত্ব সন্তানকে কেবলই আল্লাহ্মুখী করে গড়ে তোলা

এতে স্পষ্ট হলো যে, অবোধ বয়স হতেই শিশুকে নিজেদের কথা, সুর, শব্দ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দ্বারা 'আল্লাহ্মুখিতা' শিখাতে থাকতে হবে। শিশুর সম্মুখে এর 'বিপরীত শব্দ, সুর ও আচরণ' হতে বিরত থাকতে হবে।

রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন[৬]–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

প্রতিটি সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন সে একটা নির্দাগ, নিখুঁত, নিষ্কলুষ মন-মনন, মেধা ও মানসিকতা নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করে।

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُشَرِّكَانِهِ

اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৬. তিরমিযি ২য় খ-, পৃষ্ঠা: ৩৫ বোখারী ১মখ-, পৃষ্ঠা: ১৮৯, মুসলিম শরীফ, ২য় খ-, পৃষ্ঠা: ৩৩৬

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

সন্তান যখন দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন নির্দাগ, নিখুঁত একটা মন-মনন নিয়ে এই পৃথিবীতে আসে। এমনি এক 'কলুষমুক্ত-আলোকিত মনন' যে, একটুখানি যত্ন নিলে, পরিচর্যা করলে সে
পাক্কা মোমেন হবে,
পাক্কা ঈমানদার হবে,
পাক্কা দ্বীনদার হবে,
বড় ওলীআল্লাহ্ হবে।
এমনই একটা মন নিয়ে,
এমনই একটা মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এই শিশু-বান্দাটি।

সন্তান দ্বীনদার, বেদ্বীন ও বদ্দ্বীন হয় মাতা-পিতা বা অভিভাবকের কারণে

কিন্তু তার
মা-বাপ তাকে ইহুদী বানায়,
মা-বাপ তাকে খৃষ্টান বানায়,
মা-বাপ তাকে অগ্নিপূজক বানায়,
মা-বাপ তাকে মুশরিক বানায়,
মা-বাপ তাকে নষ্ট করতে থাকে।

আর যদি মা-বাপ দ্বীনদার-ঈমানদার হয়, নেককার হয়, আল্লাহ্ওয়ালা হয়, তবে সেই মা-বাপ তাকে এমনভাবে লালন-পালন করে যে,
তাকে কালেমাওয়ালা বানায়,
সিজদাওয়ালা বানায়,
খোদাভীতিওয়ালা বানায়,
সুন্নতওয়ালা বানায়,
প্রিয়নবীর উন্নত আদর্শওয়ালা বানায়,
চরিত্রবান বানায়,
আল্লাহ্ওয়ালা বানায়,
জান্নাতমুখী বানায়।

খাওয়া-পরার সুব্যবস্থার পাশাপাশি সন্তানের ঈমান-আকীদা দুরুস্ত করাও মা-বাবার গুরুদায়িত্ব

সন্তানের প্রতি মা-বাপের ভারি দায়িত্ব। আর আমরা কিনা মা-বাপ হওয়ার অর্থ মনে করি, সন্তান জন্ম হলে তার

ফীডারের ব্যবস্থা করা,

দুধের ব্যবস্থা করা,

চিনির ব্যবস্থা করা,

জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করা,

অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা,

ডায়রিয়া হলে মহাখালী হসপিটালে নিয়ে যাওয়া।

এগুলোকেই যেন মা-বাপের বড় দায়িত্ব মনে করা হয়। কিন্তু মা-বাবার যে মূল দায়িত্ব, প্রধান দায়িত্ব, তা হলো আল্লাহ্‌পাকের ছোট্ট এই বান্দাটিকে

বুনিয়াদ থেকে,

শৈশবকাল থেকে

অবুঝ সময় থেকেই

প্রতিটি কর্মের দ্বারা,

প্রতিটি কথার দ্বারা,

প্রতিটি আচরণের দ্বারা

ধীরে ধীরে তাকে আল্লাহ্‌মুখী করতে থাকা,

সত্য, সততা, স্বচ্ছতা ও পবিত্রতামুখী করতে থাকা।

মিথ্যা, ধোকা, শঠতা, অস্বচ্ছতা ও প্রতারণামূলক কোন আচার-আচরণ কিছুতেই তাকে না শেখানো।

এই দায়িত্ববোধ কি আজ আছে আমাদের ভিতরে? আমাদের সমাজে? নেই। যদি থাকে, তা ক'জনের মধ্যে? এবং কি পরিমাণ? কতটুকু গুরুত্বের সাথে?

প্রতিটি কথা ও আচরণ শিশুর মনে দাগ কাটে

বহু মা-বাপ আছে যারা এই ছোট্ট বাচ্চাটার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে থাকে। কখনো বলে, তোর বাবা আসছে, এখনি তোকে মাইর দিবে। ঐ যে ভূত আসছে। একটু বড় হলে কখনো বলে, বল গিয়ে যে, আব্বু বাসায়

নেই। গিয়ে বলে, আব্বু বলছেন যে, আব্বু বাসায় নেই। ইত্যাকার মিথ্যা বলে ও বলিয়ে এ বাচ্চাকে যখন লালন-পালন করা হয়, অবশেষে তার পরিণতি কি হয়? সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদূন (রহ.) লিখেছেন যে, কোন মা-বাপ অথবা যে-কেউ শিশুদের সঙ্গে যখন যে আচরণ করে, কথা বলে, হাসে-কাঁদে, যে কোন ভঙ্গিমা করে, প্রতিটি বিষয়ই একটি দাগ কাটে শিশুর কোমল হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর সম্মুখে ভাল আচরণ শিশুর উত্তম চরিত্রের বুনিয়াদ, মন্দ আচরণ মন্দ চরিত্রের বুনিয়াদ

মা-বাপ ভাল আচরণ করল, তো ভাল দাগ কাটবে শিশুর মনে। এর দ্বারা একটা ভাল চরিত্রের বুনিয়াদ পয়দা হবে। আর যদি মা-বাপ বা শিশুর আশে-পাশে যারা থাকে তারা যদি
খারাপ কথা বলে,
খারাপ ব্যবহার করে,
গালি-গালাজ করে,
খারাপ কাজ করে,
ঝগড়া-বিবাদ করে,
শিশুর মন-মস্তিষ্কের উপর এসবের কুপ্রভাব পড়ে,
শিশুর মন-মস্তিষ্কে তাতে খারাপ চরিত্রের শিকড় গাড়তে থাকে,
নানাবিধ খারাপ চরিত্রের বিষাক্ত বীজ বপন হতে থাকে।

পরে শিশু যখন বড় হয় তখন ঐ বীজ যা লাগানো হয়েছিল, তা-ই প্রকাশ পেতে থাকে।
ক্ষেতের মধ্যে গমের বীজ লাগালে গম ক্ষেত হবে,
ধানের বীজ লাগালে ধান ক্ষেত হবে,
মরিচের বীজ লাগালে মরিচ ক্ষেত হবে,
গাঁজার বীজ লাগালে গাঁজা ক্ষেত হবে।

তদ্রূপ এই শিশুর মনে লোকেরা যা যা বীজ লাগিয়েছিল, বড় হলে সেগুলোই তো গজাবে। যার ফলে সে
নষ্ট-ভ্রষ্ট হবে,

দুশ্চরিত্র হবে,
সন্ত্রাসী হবে,
চোর হবে,
ডাকাত হবে,
মিথ্যুক হবে,
প্রতারক হবে।
যত খারাবী তাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল,
ছোটবেলায় যেগুলোর বুনিয়াদ তার মধ্যে ঢুকেছিল,
ঐ সবকিছু তার মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করবে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে 'ইন্ছানিয়ত' দান করুন, 'ইন্ছানিয়তের বুঝ' দান করুন! নিখুঁত ও মার্জিত মানুষ হওয়ার জ্যোতির্ময় জ্ঞান-বুঝ নসীব করুন!

প্রযুক্তি ও বস্তুগত শক্তিতে বিশ্বের অনেকে অগ্রে হলেও 'আলোকিত সভ্যতা' এবং দ্বীন ও ঈমানী আদর্শে মুসলমানরাই অগ্রে

খাওয়া-পরা ত আমরা খুব বুঝলাম। আর খাওয়া-পরার জন্য বিশ্ব জুড়ে প্রতিযোগিতায়ও খুব নামলাম! কিন্তু এভাবে কী এক মজার পৃথিবী যে আমরা বানিয়েছি! দিবারাত আমাদের ভাবনাঃ

" আহা, সারাটা দুনিয়া কত অগ্রে চলে গেছে,
আমরাই খালী পিছনে।
প্রযুক্তিতে পিছনে,
জায়গা-জমিতে পিছনে,
ডলার, রিয়াল উপার্জনে পিছনে,
আমরা বড়ই পিছনে আছি।"

অথচ সারাটা দুনিয়া অগুনতি ঘৃণিত কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হয়ে কী চরমভাবেই-না ধ্বংস-বরবাদ হয়ে গেছে। আর মুসলমানরা?
আলহামদুলিল্লাহ্!
ঈমানের ক্ষেত্রে তারা অগ্রে,
ইসলামের ক্ষেত্রে অগ্রে,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ভালবাসার ক্ষেত্রে অগ্রে,

পরকাল চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রে,
পরিচ্ছন্ন জীবন, পবিত্র জীবন লালন করার ক্ষেত্রে মুসলমানরা অগ্রে।

এই সবক, এই সত্য মুসলমানরা আজ বুঝতেই পারছে না যে, আমাদের 'অগ্রগামী' হতে হবে
আলোর পথে,
পবিত্রতার পথে,
হায়া-শরম ও মর্যাদার পথে।
অর্থ উপার্জনের যাত্রাও হবে আমাদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার সাথে।

গণতন্ত্রকে জোরদার করার ইউরোপীয় স্লোগানের পরিণাম হলো ইসলামের বক্ষে ছুরিকাঘাত

বুঝবে কোত্থেকে? পৃথিবীতে আজ যারা দেশ-জাতি এবং সমাজের কর্ণধার, তাদের দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার বক্তৃতা হলো–
গণতন্ত্রকে জোরদার কর,
এটাকে জোরদার কর,
সেটাকে জোরদার কর।
হায় পরিতাপ, নেতৃস্থানীয় এই মানুষগুলোর মুখে দ্বীন-ঈমানের কথা, ইসলামের কথা উচ্চারণ হতে খুব কমই শোনা যায়। উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, "আমরা বলি ত বটে।-"
সবিনয়ে বলবো, প্রিয় বন্ধু! বলেন তো বটে।
তবে তা অতি গৌণ মাত্রায়,
একদমই অনুল্লেখ্য মাত্রায়।
আপনাদের জীবনের মূল বক্তব্য ও উল্লেখযোগ্য কর্ম-কাণ্ডে আদৌ তা ফুটে ওঠে কি?
বন্ধুগণ!

এদের বৃহত্তম কর্ম-কাণ্ড দেখলে মনে হয়, এই লোকগুলো যেন সৃষ্টিই হয়েছে,
কেবল দেশবাসীর জন্য,
কেবল সমাজের জন্য,

দেশ-জাতি ও পৃথিবীটার উন্নতির জন্য।

হে দেশ-জাতির কল্যাণ-অভিলাষী বন্ধুবর!
তোমার নিজ কল্যাণের ফিকির তুমি কবে করবে?
হে বন্ধু! তোমার দোযখের আগুন নিভিয়ে জান্নাতের গন্তব্য কবে নাগাদ তুমি 'আশাপ্রদ' করে তুলবে?

হে প্রিয় বন্ধু! ঘুম হতে উঠ। শোন, ঐ আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কী বলছেন –

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

"(হে মানুষ!) সারাটা পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য।
আর তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য——— পরকাল জীবনের অনন্ত কল্যাণ সাধনের জন্য।
সারাটা দুনিয়া তোমাদের জন্য। আর মহান রব্বুল আলামীন তোমাদের সৃষ্টি করেছেন নিজের জন্য।
তাঁকে ভালোবাসার জন্য।
তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্যের জন্য।"

তুমি ত মূলতঃ ব্যস্ত থাকবে
আল্লাহ্ তাআলাকে নিয়ে, পরকালকে সুন্দর ও সফল করা নিয়ে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে
সমঝ দেন,
বুঝ দেন,
হেদায়েত দেন,
সিরাতুল-মুস্তাকীমের নূর দেন। আমীন।

কেবল দ্বীনী শিক্ষাই 'আলোকিত জাতির মূল মেরুদণ্ড'

লোকেরা বলে যে, "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"। তারা শুধুই কিছু মন্ত্র মুখস্ত করে চলেছে!

শুনুন! কারো বিবেক এবং হৃদয়ে যদি ঈমানের নূর না থাকে তাহলে তার কথাগুলো হয় শুধুই ছিলকার মত। কলার ছিলকা যেমন রাস্তায় পড়ে থাকে, নূরবিহীন কথাগুলোও সেই ছিলকার মতই। নিষ্প্রাণ-নির্জীব সে সব

কথা-বার্তা। এর ভিতর কোন হাকীকত থাকে না, কোন জ্যোতি থাকে না। তো "শিক্ষা ঠিকই জাতির মেরুদণ্ড"।

কিন্তু কোন্ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড?

যে শিক্ষার মাঝে দিন-রাত লিখতে থাকে যে, 'এত পুঁজি হলে সর্বমোট এত সুদ হবে। যদি আমি মোট এত পুঁজি খাটাই, আর এই চুক্তিতে আবদ্ধ হই, তাহলে মোট আমার সুদ আসবে এত।'

যে কোন অংকের বই পড়লে শুধু সুদ আর সুদের বয়ান। যিন্দেগী-ভর সুদের এত মন্ত্র পড়লে শিশুদের মনের মধ্যে এর কোন প্রভাব পড়বে না? তাহলে সচ্চরিত্রের শিক্ষা সেখানে কোথায়? হে আল্লাহ্! নূরান্বিত বুঝ দান করুন আমাদেরকে ।

নি:সন্দেহে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।

তবে মনে রাখুন, শিক্ষা মানুষকে সভ্য-ভদ্র-নম্রও করে।

আবার শিক্ষা মানুষকে ধ্বংসও করে।

শিক্ষা মানুষকে সফলকামও করে।

শিক্ষা মানুষকে ব্যর্থকামও করে।

মা-বাপ ও শিক্ষক যদি ভাল শিক্ষা দেয়,

ভাল শিক্ষা তাকে ভাল বানায়, সফলকাম বানায়।

আর মা-বাপ ও অভিভাবকরা যদি খারাপ শিক্ষা দেয়, তাহলে খারাপ শিক্ষা তাকে রসাতলে নিয়ে ছাড়ে।

তাই শিক্ষা যেরকম মেরুদণ্ড সোজা করে,

শিক্ষাই আবার মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং ধ্বংসও করে।

শিক্ষা মানুষকে উন্নত বানায়।

শিক্ষা মানুষকে বর্বরও বানায়।

শিক্ষার উপাদান যদি ভাল হয়,

সেই শিক্ষা মানুষকে মানুষ বানায়, বড় বানায়।

আর শিক্ষার উপাদান যদি খারাপ হয়,

সেই শিক্ষা মানুষকে নষ্ট-ভ্রষ্ট করে দেয়।

মুখস্ত মন্ত্র পড়লে কী ফায়দা হবে? সারা দুনিয়াই এরকম মুখস্ত বুলি আওড়ায়। তা তো আওড়াতেই পারে।

যাদের অন্তর-আত্মা লা'নতে ভরপুর, অভিশপ্ত,
যাদের অন্তর-আত্মা গান্ধা,
যাদের বিবেক অভিশপ্ত ও অন্ধকারময়
তারা যদি অর্থহীন মুখস্ত বুলি আওড়ায়, তা আওড়াতেই পারে। কিন্তু মুসলমানদের কী হলো?
মুসলমানদের জীবনের বুনিয়াদ ত ঈমানের উপর।
তাদের বিশ্বাস, তাদের কর্ম, তাদের সব কিছুর মূল বুনিয়াদ তো 'অমূল্য ঈমান।'
আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস,
আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা,
আল্লাহ্র মহত্ত্ববোধ,
আল্লাহ্র ভয়-ভীতি,
এর উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় মুসলমানদের জীবনের সমস্ত কর্ম-কাণ্ড। সেই মুসলমান হয়ে ইহুদী-খৃষ্টানদের মত মুখস্ত মন্ত্র কিভাবে জপতে পারে? এটা তো কল্পনাই করা যায় না কোন মুসলিমের জীবনে।
তাই আল্লাহ্র ভয়,
আল্লাহ্র মহব্বত,
আল্লাহ্র আনুগত্য ও আখেরাতের চেতনা ভিত্তিক শিক্ষা তথা দ্বীনী শিক্ষাই 'মুসলিম জাতির মেরুদণ্ড'। 'আলোকিত শিক্ষাই আলোকিত জাতির মেরুদণ্ড।'

বস্তুত: এ শিক্ষা বিনে সমগ্র মানবজাতির 'মানবীয় জীবন' করুণভাবে বিপন্ন হতে বাধ্য।

'ইসলামী জীবন' গড়ার জ্ঞানার্জন ফরয

উপরন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন[৭]–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

যে ইসলামী জীবন গড়তে চায় তার জন্য
ইসলামী দ্বীন,
ইসলামী শরীঅত,

৭. মেশকাত শরীফ ৩৪ (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী থেকে)

ইসলামী আহ্কামের
জ্ঞান অর্জন করা ফরয।
এ শিক্ষা মানুষকে মানুষ বানায়।
এ শিক্ষা মানুষকে বড় বানায়,
এ শিক্ষা মানুষের দোজাহানকে আলোকিত ও সাফল্যমণ্ডিত করে।

মহান আল্লাহ্র কৃপাধন্যরাই আলোকিত মানুষ

আজকাল পত্র-পত্রিকায় লিখতে থাকে যে, তিনি একজন আলোকিত মানুষ।
আরে ভাই!
কী ব্যাপার! আলোকিত মানুষ!
পড়ে দেখলাম যে, উনি একজন অভিনেতা।
চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। অতএব তিনি একজন আলোকিত মানুষ!
ঠিকই তো, সিনেমার পর্দাকে তিনি খুব তো আলোকিত করে তোলেন। তাই তিনিও কিনা একজন আলোকিত মানুষ!
একজন ক্রিকেট খেলে, তিনিও একজন আলোকিত মানুষ!
আরেক নর্তকী যে ভিন-পুরুষদের মনোরঞ্জন ও অর্থকড়ির মোহে পড়ে দয়াময় মহান স্রষ্টার ক্রোধের আগুন সঞ্চয় করে চলেছে, সেও এক আলোকিত মানুষ।
আরেকজন সারা জীবন নষ্টামিতে লিপ্ত থেকে হঠাৎ একদিন পৃথিবীর বিশাল এক পর্বতের মাথায় গিয়ে উঠেছে। এখন তিনিও একজন আলোকিত মানুষ। এই হলো আলোকিত মানুষদের হাল-অবস্থা!

আর অন্য দিকে—

হযরত আদম (আঃ) একজন আলোকিত মানুষ।
হযরত নূহ (আঃ) আরেকজন আলোকিত মানুষ।
হযরত ঈসা (আঃ), তিনিও একজন আলোকিত মানুষ।
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ), তিনিও একজন আলোকিত মানুষ।
আর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকেও বিশ্ববাসী 'সুমহান আলোকিত জন' বলেই জানে।

এতে এখনো কি স্পষ্ট হয় নি যে, কারা আলোকিত আর কারা আলোক-বঞ্চিত? বন্ধুগণ! বস্তুত:পক্ষে মহান আল্লাহ্র কৃপাধন্য ও সন্তুষ্টিধন্যরাই হচ্ছেন 'প্রকৃত আলোকিত মানুষ'।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে যার সম্পর্ক ভাল নয় সে আলোকিত মানুষ হয় কিরূপে?

কে আলোকিত আর কে আলোক-বঞ্চিত বা অভিশপ্ত এতটুকু বুঝ পর্যন্ত আজ মুসলমানরা হারিয়ে ফেলেছে। যাকে-তাকে আলোকিত মানুষ বলতে শুরু করে দেয়। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই সে আলোকিত মানুষ হয় কিভাবে? সে তো ভীষণ ঘৃণিত, ধিকৃত, নষ্ট ও ভ্রষ্ট মানুষ। যে ব্যক্তি করুণার আধার মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছে, অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ও বেপরোয়া হয়েছে। সে আবার আলোকিত হলো কিভাবে? পাপের আড্ডায় যার যিন্দেগী বরবাদ, সেও কোন আলোকিত মানুষ? এটি ইনসাফের কথা?

যারা কোরআনের বিরুদ্ধে চলে কস্মিন্‌কালেও তারা আলোকিত মানুষ হতে পারে?

কোরআনুল-কারীমে রব্বুল আলামীন বলেছেন[৮]–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

আসমান থেকে যে কোরআন নাযিল হয়েছে
তার পুরোটাই নূর,
আলোই আলো,
স্বর্গীয় আলো,
সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহ্‌র আলো।

মহান রব্বুল আলামীনের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের মধ্যে। এই কোরআনওয়ালারাই আলোকিত মানুষ। কোরআন মোতাবেক যিন্দেগীওয়ালারাই আলোকিত মানুষ। তাই সারা পৃথিবীকে কোরআনওয়ালাদের পিছনে চলা উচিত। একমাত্র তবেই মানুষের 'আলোকিত মানুষ' হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ চিরন্তন সত্য ত ইহাই যে, কোরআনের বিরুদ্ধে যারা চলবে কস্মিনকালেও তারা আলোকিত মানুষ হতে পারবে না।

---

৮. সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১৫

ঈমানওয়ালাদেরকে আল্লাহ্‌পাক সব অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 'আলোকিত মানুষ' বানান

কোরআনুল-কারীমে আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র বলেছেন[৭]–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আল্লাহ্‌র প্রতি যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্‌ বলেন যে, আমি তাদের বন্ধু, আমি তাদের অভিভাবক, আমি তাদের দেখভালকারী।

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

ঈমানওয়ালাদেরকে আল্লাহ্‌পাক সব অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,

আলোকিত মানুষ ঈমানওয়ালারা,
আলোকিত মানুষ মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারীরা,
তাঁর অনুগত, বাধ্যগত ও কৃতজ্ঞ বান্দারা,
আলোকিত মানুষ নামাযওয়ালারা,
আলোকিত মানুষ হজ্ব-উমরাওয়ালারা,
আলোকিত মানুষ কা'বামুখী-মদীনামুখী সকল বান্দারা।
আলোকিত মানুষ তারা যারা ২৪ঘণ্টা রব্বুল আলামীনের তালাশে ব্যস্ত থাকে,
মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে ব্যস্ত থাকে।
আলোকিত মানুষ তারা যারা প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ইশারার উপর জীবন উৎসর্গ করে দেয়।

ঈমানহীন ব্যক্তিরা কেবলই অন্ধকারের দিকে ছুটতে থাকে

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ

আর যারা কাফের, যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত, যারা ইসলামের বিপরীত, ইসলামের বিরোধী, তাদের অভিভাবক ও ঘনিষ্ঠজন হচ্ছে শয়তান।

---

৭. সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৭

يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ

ঐ শয়তানেরা ওদেরকে আলো থেকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

অতএব,

যে শেরেকে লিপ্ত সে অন্ধকারে লিপ্ত,

যে কুফরে লিপ্ত সে অন্ধকারে লিপ্ত,

যে বেদআতে লিপ্ত সে অন্ধকারে লিপ্ত,

যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে মহান আল্লাহ্র যেকোন নাফরমানিতে লিপ্ত সেও অন্ধকারে লিপ্ত।

কোরআন বলছে, তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ। পুরো অন্ধকারে একদম আচ্ছাদিত। আর আমরা তাদেরকে বলছি আলোকিত মানুষ!

সন্তানাদির নাম নবী-রাসূল, সাহাবী কিংবা কোন আল্লাহ্ওয়ালাদের নামানুসারে রাখা উচিত

কী হলো মুসলমানদের! তাআজ্জবের বিষয় হলো, এত নীচে নেমে গেছে মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ! এরা সন্তানাদির নাম তালাশ করে পত্র-পত্রিকায়। কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নামে নিজের সন্তানের নাম রাখে। মুসলমান নিজের সুউন্নত-সুমার্জিত রুচিকে এতটাই ধ্বংস করে ফেলেছে।

কোথায় তো হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র নাম মোতাবেক নিজের সন্তানের নাম রাখা।

হযরত ইয়াহ্য়া (আঃ) তথা আল্লাহ্র নবীর নাম মোতাবেক নাম রাখা!

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাযি.) যিনি নবীদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর নামানুসারে নিজের সন্তানের নাম রাখা।

কোথায় হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা, ফাতেমা (রাযি.)। তাঁদের নামানুসারে নিজের মেয়ের নাম রাখা।

আর কোথায় সেই দুনিয়ার অভিশপ্ত সমাজ বা আল্লাহ্র রহমত ও কৃপাদৃষ্টি-বঞ্চিত লোকদের নামানুসারে নিজ সন্তানের নাম রাখা!

বহু মুসলমানের এতটুকু হুঁশ পর্যন্ত আজ বাকি নেই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি রহম করুন। মুসলমানদেরকে স্বীয় ঈমান ও ইসলামের কদর করার তওফীক দান করুন।

যাদের জীবন-যৌবন কেবলই আল্লাহ্‌র জন্যই উৎসর্গীত তাদের অনুকরণেই জীবন গড়া চাই

আল্লাহ্‌পাক জাল্লা জালালুহূ ওয়া-আম্মা নাওয়ালুহূ কোরআন-কারীমে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ হে ঈমানওয়ালারা! সারা দুনিয়ার অকৃতজ্ঞরা তো আমাকে বাদ দিয়ে চলে, আমাকে পরোয়া করে না, আমার তোয়াক্কা করে না, আমার ধার ধারে না, এতটাই বেপরোয়া ওরা। কিন্তু তোমরা যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছ, তোমরা তো আমার কথা মত চল। বিপরীত সকল পথ-মত তোমরা তো পরিহার কর।

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

এ আয়াতেপাকের এক অর্থ হলো–

যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ,
যারা সভ্য মানুষ,
যারা সাচ্চা ও সত্য মানুষ,
যারা ন্যায়পরায়ণ,
আল্লাহ্‌র জন্য জীবন যাদের পূর্ণভাবে উৎসর্গীত,
আল্লাহ্‌র জন্য যারা নিবেদিত, তোমরা সেই মানুষদের মোতাবেক জীবন বানাও।

ঈমান তাঁদের মত,
ইবাদত তাঁদের মত,
এল্‌ম ও আমল, আখলাক-চরিত্র, লেন-দেন, কায়কারবার, আচার-অনুষ্ঠান তাঁদের মত কর। জিন্দেগী তাঁদের রঙে গড়।

বিজাতীয় অনুকরণের কুফলে ধীরে ধীরে তাদেরই নানান কলুষ-চরিত্রে আক্রান্ত করতে থাকে

রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

কোন মানুষ যদি কোন জাতি-সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে,
ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুকরণ করে,
ইংরেজদের অনুকরণ শুরু করে
একটু একটুই অনুকরণ শুরু করে,
এই অনুকরণ ধীরে ধীরে তাকে ঐ জাতির নানান কলুষিত চরিত্রে আক্রান্ত করতে থাকে। ইংরেজদের পোশাক, ইংরেজদের কালচার, ইংরেজদের চাল-চলনে অভ্যস্ত হতে থাকে। হায়, কী হলো যে, মুসলমান মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নামাযও পড়তে আসে বিজাতীয় অনুকরণের পোশাক পরে। ইয়া আল্লাহ্‌! ছাহাবায়ে-কেরাম যদি এই নামায দেখতেন, তাহলে তারা কী ফতোয়া দিতেন কে জানে?

আরে! অন্তত: নিজের ইজ্জত-সম্মানটুকু তো ঢাকা উচিত। এতটুকু শালীনতাবোধ যা মুসলমানের উপর ফরয, সেটুকু পর্যন্ত আজ অসংখ্য মুসলমান নারী-পুরুষের ভিতরে বিদ্যমান নেই। অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে। কোন রকম নাম মাত্র পোশাকটুকু এখন পর্যন্ত মানুষ পরে। এটাও আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানী। কিন্তু সেই অভিশপ্ত সমাজ, সেই অভিশপ্ত পৃথিবী যদি কখনো নিজের পোশাকটাই খুলে ফেলে? আল্লাহ্‌ই জানে যারা তাদের এতটা অনুকরণে-অনুসরণে পাগল হয়ে গেছে, এই উন্মাদ সমাজ না-জানি শেষে কী ঘটিয়ে বসে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে, সব মুসলমানকে নিজের ঈমান এবং ইসলামের যথাযোগ্য কদর করার তওফীক দান করুন।

শুধুমাত্র ঈমানটুকুরই বদৌলতে সবচেয়ে নিম্ন মুসলমানও এই পৃথিবীর দশগুণ বড় জান্নাত লাভ করবে

আমার বন্ধু! মরলে পরে শেষে বুঝে আসবে ইসলাম কত বড় দৌলত!
সারা পৃথিবীতে যে মুসলমান
সবচেয়ে নিকৃষ্ট,
সবচেয়ে জঘন্য,

সবচে' খারাপ——তার মত খারাপ মুসলমান এই পৃথিবীতে আর নেই,
সেই মুসলমানের জন্যও এই পৃথিবীর মত দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত আল্লাহ্‌পাক দান করবেন। সেই ইসলামের কদর করার আজ আমাদের তওফীক হয় না! হে আল্লাহ্‌! মুসলমানদেরে আপনি তওফীক দান করুন।

হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) এই দুই ঈমানওয়ালার উপর সমগ্র মানবজাতির 'মহিমান্বিত ভিত্তি'

আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে আমাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বানাতে পারতেন। জঙ্গলের পশু বানাতে পারতেন। কিন্তু আপন দয়ায় পশু না বানিয়ে আমাদের তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর আওলাদ বানিয়েছেন। আদম নবী ছিলেন। আল্লাহ্পাক এই মানব জাতির বুনিয়াদ রেখেছেন একজন নবীর উপর। নবী থেকে আমাদের শুরু। ভাই! আহা কী আশ্চর্যের কথা! কেউ বলতে পারত যে, আমাদের বুনিয়াদ ত ভাল না। এজন্য আমরা নষ্ট হয়ে গেছি। অথচ আল্লাহ্পাক মানব জাতির 'পহেলা বুনিয়াদ' বানিয়েছেন মহান এক পয়গম্বরকে ।

আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) ঈমানওয়ালা ছিলেন। হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী আমাদের আম্মাজান হযরত হাওয়া (আঃ)। তিনিও ঈমানওয়ালা ছিলেন। দু'জনই ঈমানওয়ালা। দুই ঈমানওয়ালার উপর সমগ্র মানবজাতির 'মহিমান্বিত ভিত্তি'।

মুসলমান যতই ঈমান-ইসলামের অনুগামী হবে তাদের মাথা ততই উঁচু হবে, তাদের দাপট ও প্রতাপ ততই বৃদ্ধি পাবে

তাই কারো একথা বলার সুযোগ নেই যে, আমাদের ত মূলই ভাল না। আমরা ভাল হব কোত্থেকে? কেননা, আমাদের মূল ত ঈমান। মুসলমান যতই ঈমান ও ইসলামের চর্চায় অগ্রগামী হবে, সারা দুনিয়ায় ততই বেশি তাদের মাথা উঁচু হবে। ততই বেশি তারা সম্মানিত এবং বেশি মর্যাদাশীল হবে। ততই বেশি তাদের প্রতাপ এবং তাদের দাপট ও প্রভাব বাড়তেই থাকবে ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। আর যত দিন পর্যন্ত মুসলমান ইংরেজদের অনুসরণে-অনুকরণে অভ্যস্ত থাকবে, মাতাল ও উন্মাদ থাকবে, কেবলই তারা রসাতলে যেতেই থাকবে। নাঊযুবিল্লাহ। আল্লাহ্তাআলা এরূপ ধ্বংস ও বরবাদী থেকে আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে হেফাযত করুন। আল্লাহ্র আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে ধন্য করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

হযরতওয়ালার এ দিনের জুমার পরবর্তী মজলিসের বয়ানের শেষের অংশটি জুমার পূর্বের বয়ানের সাথে মিল থাকায় সংযুক্ত করে দেয়া হলো।

সবকিছু পেয়েও যে আল্লাহ্কে পায় নি সে কিছুই পায় নি

ভাই!

যিন্দেগীর কামিয়াবী ত এই যে, বান্দা আল্লাহ্কে পেয়ে যায়। সব পেল, কিন্তু আল্লাহ্কে পায় নি। তাহলে সে কিছুই পায় নি। আর যে কিছুই পায় নি, কিন্তু আল্লাহ্কে পেয়েছে, তো সব কিছুই সে পেয়ে গেছে। কোন কিছুই তার বাকি থাকে নি।

বিখ্যাত বুযুর্গ খাজা আযীযুল হাসান মজ্যুব (রহ.) বলেন, হে পেয়ারা মাওলা!

جو تو میرا توسب میرا فلک میرا زمیں میری

হে আল্লাহ্!

যদি আপনি আমার হয়ে যান,
আপনি যদি আমার উপর রাজি হয়ে যান, খুশি হয়ে যান,
তবে সবই আমার হয়ে যায়। আপনি আমার হলে
এই আসমান আমার,
এই যমীন আমার,
চন্দ্র আমার,
সূর্য আমার,
সব কিছুই আমার।

جو تو میرا توسب میرا فلک میرا زمیں میری ☆ اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شئ نہیں میری

আয় আল্লাহ্! আপনি যদি আমার না হন, তাহলে আমার কিছুই নাই। আমি সর্বহারা, কপালপোড়া।

অনেক বড় জমিদার হলে কী ফায়দা, যদি সে আল্লাহ্কে না পেল।

বড় ফ্যাক্টরির মালিক হলো। কিন্তু আল্লাহ্কে পায় নি। তাহলে সে কী পেল? কিছুই ত পায় নি।

অনেক বড় বাদশাহী পেল, কিন্তু আল্লাহ্কে পায় নি! আরে পোড়া-কপাল! তুমি কিছুই পাও নি।

এ জন্য যারা আল্লাহ্ওয়ালা,
আল্লাহ্র মহব্বত যাদের যিন্দেগী,
আল্লাহ্পাকের মহব্বতের নেশা যাদের যিন্দেগী,

বাদশাহীর উপর কখনো তাদের নজর থাকে না।
অঢেল সম্পদের উপর,
জমিদারীর উপর,
ফ্যাক্টরীর উপর তাদের নজর থাকে না।
তাদের নজর ত স্থির শুধু মহান রাব্বুল আলামীনের উপর,
তাঁর খুশির উপর,
তাঁর সন্তুষ্টির উপর,
তাঁর নৈকট্যের উপর।

জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া চাই শুধু আল্লাহ্‌কে পাওয়া

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

কোরআন-কারীমে আল্লাহ্‌পাক জাল্লা জালালুহূ ওয়া-আম্মা নাওয়ালুহূ বলেন-[১০]
মাশরেকের মালিকও আমি,
মাগরেবের মালিকও আমি।
সারা জাহানের মালিক আমি,
সব কিছুরই মালিক আমি।

فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا

অতএব, তুমি এ্যায়্‌ছা আল্লাহ্‌কে ধর। খুব ধর। তাঁকেই সকল কর্মসম্পাদক রূপে বিশ্বাস কর, গ্রহণ কর এবং তাঁর সাথেই সেইরূপ সম্পর্ক গড়।

কান্নার সময় আল্লাহ্‌ওয়ালারা হৃদয়-মন উজাড় করে নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করেন

সেদিন নোয়াখালীর এক বুযুর্গ হযরত মাওলানা মোমিনুল্লাহ ছাহেব (দা.বা.) আমার খান্‌কায় এসেছিলেন। আল্লাহ্ উনার হায়াতে বরকত দিন। হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর খলীফা এবং বহুতই আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষ তিনি। উনি বলেন: "হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর সঙ্গে হজ্বে যাইতাম। দেখতাম যে, কা'বা শরীফে হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) তাওয়াফের পরে

---

১০. সূরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত নং ৯

কীভাবে যে **আল্লাহ্কে ধর-পাকড় করি ধরতেন!"** বলেন যে, এমন ধরাই ধরতেন, আর কান্নাকাটি করতে থাকতেন। তিনি বলেন, তাওয়াফের পর হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) এত কাঁদতেন, এত কাঁদতেন! কাঁদতেন আর রব্বুল আলামীনকে বলতেন,

"আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া মুহাম্মদুল্লাহ্র কেউ নাই।

মুহাম্মদুল্লাহ্ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চিনে না। আর কারো কাছে কিছু চাইবেও না। মুহাম্মদুল্লাহর যা দরকার তোমার নিজের ভাণ্ডার থেকে দাও।" (এ কথা শুনে হযরতওয়ালা খুব কাঁদেন।)

আহ্!

আল্লাওয়ালাদের কী শান হয় ভাই!

তাদের ঈমান কী রকম হয়!

ঈমানের রঙ ক্যায়্ছা হয়!

আল্লাহ্পাকের সঙ্গে তাদের মহব্বতের রঙ ক্যায়্ছা হয়!

আল্লাহ্ওয়ালারা আখেরাতের সাথে সাথে দুনিয়ার মজাও এত পান যে, রাজা-বাদশারা তার খোঁজও পায় না

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (নাওয়ারাল্লাহু মার্কাদাহূ) বলেন, এক বুযুর্গ বলছিলেন,

আফসোস! আহা!

এই রাজা বাদশারা দুনিয়াতে আসলো,

যালেমরা না দুনিয়ার মজা পেল,

না আখেরাতের মজা পেল!

কোনটার মজাই পায় নি!

অত:পর বলেন যে, আহা!

কী কিসমতওয়ালা আল্লাহ্র ওলীরা!

তাঁরা ত উভয়টার মজাই পেয়ে গেছেন।

দুনিয়ার মজাও খুব

ভোগ করেছেন।

আখেরাতের মজাও তারা খুব ভোগ করবেন।

দোনো জাহানের মজা পান আল্লাহ্ওয়ালারা।

এক আল্লাহ্ওয়ালা যখন একটা আম খেতে শুরু করেন তখন তিনি প্রথমেই দেখেন যে, আহা! আমার মাওলা আমার জন্য এই আম পাঠিয়েছেন। আমার রব্বুল আলামীন এই আম গাছের মধ্যে আমার জন্য এই আম বানিয়েছেন এবং সেটা আমাকে খেতে দিয়েছেন। তো আল্লাহ্পাকের এসব কথা মনে পড়ায়,

আল্লাহ্তাআলার সাথে মহব্বতের এই রঙ তার ভিতরে থাকায়,

এই আম কি তখন খালি আম থাকে?

কী মজাদার হয়ে যায়!

কী মধুর হয়ে যায়!

কতটা নেশাওয়ালা হয়ে যায়!

সে একদিকে আম খায়, আরেক দিকে আল্লাহ্তাআলার উপর শত প্রাণে উৎসর্গ হতে থাকে। আম খাওয়ার নামে রব্বুল আলামীনকে সে গভীরভাবে ভালবাসতে থাকে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে আল্লাহ্পাকের গভীর নৈকট্যের নূরে কেবলই ডুবতে থাকে।

আল্লাহ্ওয়ালারা দুনিয়া ও আখেরাতের হর নে'মতেই আল্লাহ্কে খুঁজে পান। আর আল্লাহ্বিমুখদের সবকিছুই হয় নীরস ও বিষাদ

পক্ষান্তরে, কোন ফেরাউন, কোন কারূন, কোন নমরুদ যখন আম খায়, খালি ঐ চামড়াগুলোই সে চুষতে থাকে, বাহ্যিক রসটাই শুধু চুষতে থাকে। অন্তর্নিহিত আর কোন কিছুই তার ভাগ্যে জোটে না। কপাল পোড়ারা কতটা বঞ্চিত থাকে বলুন! এ জন্যই পূর্বোক্ত আল্লাহ্ওয়ালা বলছিলেন যে, আল্লাহ্ওয়ালারা ক্যায়্ছা কিসমতওয়ালা! দুনিয়ার মজাও তারা খু-ব পেয়েছেন। আর আখেরাতের মজাও তারা খু-ব পাবেন। জান্নাত দেখলে সবাই জান্নাতের মজা থোরাই পাবে। নমরুদ যদি জান্নাত দেখে,

তো কী দেখবে?

দেখবে বাগ-বাগান,

আম গাছ, কলা গাছ,

এটা,

সেটা।

জান্নাতীরা মাওলার দীদারে তন্ময় থাকবে অথবা তাজাল্লী-সিক্ত জান্নাতী নে'মতে ডুবে থাকবে

আর এক বেলাল (রাযি.) যখন জান্নাত দেখবেন, তখন ক্যায়ছা খুশি হবেন যে, আমার মাওলা আমার জন্য জান্নাত বানিয়েছেন! আমার মাওলা আমার জন্য কী সুন্দর ঘর বানিয়ে রেখেছেন! ক্যায়ছা খুশি লাগবে তখন বলুন? জান্নাত ত আজীব ঠিকানা যে, বান্দা সেখানে হর জিনিস, হর নে'মত ত পাবেই, কিন্তু জান্নাতে আল্লাহ্পাকের দীদারও তো নসীব হবে। বান্দা তখন তো এত সুখের ঐ জান্নাতকেই ভুলে যাবে। আবার যখন দীদার থাকল না, সেই সময় সবকিছুর ভিতরে সর্বক্ষণ আল্লাহ্পাকের বেশুমার তাজাল্লী ও সৌন্দর্য একদমই চোখের সামনে ভাসতে থাকবে।

আরেফে-কামেলগণ জান্নাতে আল্লাহ্কে সরাসরিও দেখতে চাইবেন, নে'মতের আয়নাতেও দেখতে চাইবেন

আমার মোর্শেদ, আমার শায়েখ (রহ.)-কে আমি করাচীতে বলেছিলাম যে, হযরতজী! কিছু কিছু আওলিয়া এরকম দেখি– তারা ত বলেন যে, জান্নাতে হুর দিয়ে, গেলমান দিয়ে কী করব? জান্নাতের এতসব মজা দিয়ে কী করব? বস্ আল্লাহ্ই আল্লাহ্কে চাই। কিছু আল্লাহ্ওয়ালা ত এ্যায়্ছা থাকেন। আর কিছু আল্লাহ্ওয়ালা জান্নাতও চান, আল্লাহ্কেও চান। তো কোন্ যাওক্, কোন রুচিটা বেশি সুন্দর এবং অধিক গ্রহণযোগ্য ও অধিক প্রশংসনীয়? আমার শায়েখ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব (রহ.) একটু চুপ থাকলেন। অতপর: তিনি বললেন যে, "মিয়াঁ! আমরা আল্লাহ্কে সরাসরিও দেখতে চাই, আয়নার ভিতরেও দেখতে চাই।" হযরতের কথা শুনে এত মজা লেগেছে যে, কী বলব! এঁদেরকে বলে আরেফ। ক্যায়্ছা গভীর কথা বলেছেন!

ہم انکو براہ راست بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آئینہ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں

"রাব্বুল আলামীনকে আমরা সরাসরিও দেখতে চাই, আয়নার মধ্যেও দেখতে চাই।"

সব নে'মতই আল্লাহ্কে দেখার আয়না

যখন আল্লাহ্পাকের দীদার নসীব হবে তো হবেই মাশাআল্লাহ্। আর বাকি যে সময় জান্নাতের নে'মতের মধ্যে থাকলাম, ঐ সব নে'মত আল্লাহ্কে দেখারই আয়না। আল্লাহ্পাকের সৌন্দর্য দেখার আয়না। প্রেমিক কখনো প্রিয়জনকে সরাসরি দেখে। কখানো আড়ালে-আবডালে থেকে আয়নার মধ্যে দেখে। যাকে ভাল লাগে, কখনো তাকে সরাসরি দেখে, আবার কখনো এক জায়গায় লুকিয়ে আয়না ধরে সেই প্রিয়জনকে আয়নার মধ্যে দেখার চেষ্টা করে। বলে, ওহ্ হো..ক্যায়্ছা সুন্দর লাগে! দেখ, ক্যায়্ছা মুআমালা!

এই আসমান-যমীন, গাছ-পালা, তরু-লতা সবই মহান রাব্বুল আলামীনের সৌন্দর্য দেখার আয়না

মানুষের তবিয়তকে মূলতঃ আল্লাহ্পাক এ্যায়্ছা বানিয়ে দিয়েছেন যাতে মহান রাব্বুল আলামীনকে এই 'যালেম' মহব্বত করতে শিখে। হাঁ.. এই আসমান-যমীন, গাছ-পালা, তরু-লতা সবই মহান রাব্বুল আলামীনের সৌন্দর্য দেখার আয়না স্বরূপ। এ জন্য জান্নাতে ত আল্লাহ্পাকের দীদার নসীব হবেই। কিন্তু এই দুনিয়াতে থাকতেও যদি দিল্ গুনাহের দাগ থেকে মুক্ত হয় তবে সর্বদাই সে এ গাছ-পালা, তরু-লতার আয়নার মধ্যে মহান রাব্বুল আলামীনের সৌন্দর্য আর সৌন্দর্যই দেখতে থাকে। দুনিয়াতেও বস্ মজাই মজা থাকে তার।

میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا ☆ مرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں

খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) বড় আরেফ ছিলেন। 'আরেফে হিন্দ্'। তিনি বলতেন যে, ভাই, মনে হয় এ দুনিয়াতেই আমি জান্নাতে বাস করি। আল্লাহ্তাআলা আমার হৃদয়টাকে আল্লাহ্পাকের নূরের এমনই ফুলবাগান বানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য আমাদের হিম্মত তো করা চাই। হর গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকার জোরদার ফিকির করা চাই।

আলোহীন মানুষই অবৈধ প্রেম-ভালবাসার বই লেখে, পড়ে এবং অভিনয় করে

সিনেমা দেখে দেখে আলোকিত মানুষ হয়! সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়েও আলোকিত মানুষ হয়! ক্যায়্ছা আজীব কথা-বার্তা! এই

লোকদের মধ্যে জ্ঞানের একদম সর্বনিম্ন কণাটুকুও কি বাকি নেই? আজে-বাজে বই লেখে। নষ্টামীপূর্ণ নবেল, নাটক, উপন্যাস লেখে। এর ভিতরে খুললে দেখা যায় যে, এদের লেখার মূল উপাদানই হলো নারী। নারীর সৌন্দর্য এবং যত সব অবৈধ প্রেম-ভালবাসার কাহিনী। কারে চোখে ইশারা দিল, কে কার হাত ধরল। এই সকল না বললে তাদের সাহিত্যের স্টার্টিং (starting)-ই হয় না। শুরুই হয় না। যারা এইসব বই-পুস্তক লিখল এবং পড়ল, তারা আলোকিত মানুষ! ওয়াহ্ ওয়াহ্! লা-হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ভাই! ক্যায়্ছা আলোকিত মানুষ!

নবী এবং সকল সাহাবীই 'আলোকিত মানুষ'

কোরআনে-কারীমে আল্লাহ্পাক বলেছেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

এই আয়াতে উল্লেখিত 'নূর'-এর দুই তাফসীর। এক তাফসীর হলো, নূর মানে কোরআনে-কারীম। আরেক তাফসীর হলো, নূর মানে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। তো সেই দৃষ্টিতে এই আয়াতে-পাকের তরজমা হয়— আল্লাহ্পাক বলেন— "তোমাদের নিকট শুভাগমন করেছেন বিলকুলই এক নূর"—অর্থাৎ প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবীকে এখানে 'আলোকিত' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাহাবীদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সকলেই আলোকিত মানুষ

আল্লাহ্র রাসূল নিজে আলোকিত এবং এই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর আদর্শে যারা প্রতিষ্ঠিত, তারাও সকলেই আলোকিত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন যে, আমার যে কোন সাহাবীর রাস্তা তোমরা ধরবে, যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই আমার নূরে আলোকিত, তাই এ আলোকিত মানুষদেরকে ধরলে তোমরাও আলোকিত হয়ে যাবে।

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ

"আমার সব সাহাবীরা আলোকিত তারকামণ্ডলী সদৃশ।"[১১] তাঁরা আমার নূরে, আমার নবুওয়তের সূর্যের আলোকে আলোকিত তারকামণ্ডলী।

১১. মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৫৫৪

তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের জীবনের সঠিক পথ পাওয়ার, হেদায়েত পাওয়ার 'ধ্রুবতারা'। যে কোন সাহাবীর পথ অনুসরণ করলে তোমরা সকলে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং আলোকিত হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ!

আলোকিত মানুষ ত এই সকল লোক।

অসৎ ও বিপথগামীদের 'আলোকিত মানুষ' বলা আলোময় ইসলাম হতে দূরত্বের প্রমাণ

তাহলে, শত শত পাপাচারের কালিমাযুক্ত ভদ্রলোকেরা ক্যায়ছা আলোকিত?

মিথ্যা কথা দিন-রাত বলতে বলতে 'মিথ্যার নূরে' আলোকিত? নাঊযুবিল্লাহ্!

মিথ্যার আলোতেও কেউ আলোকিত হয়ে যায়?

যিনা-ব্যভিচারের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়?

চুরি, ডাকাতি আর সন্ত্রাসের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়?

এটাও কোন আলোকিত হওয়া?

ইহুদীও আলোকিত।

খৃষ্টানও আলোকিত।

অগ্নিপূজকও আলোকিত।

সব লোকই আলোকিত হয়ে গেছে! নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক।

যাদের জন্য আল্লাহ্পাকের ভয়ঙ্কর আযাব অপেক্ষা করছে,

যাদের পুরো জীবন লা'নতের কর্ম-কাণ্ডে ডোবা,

বেহিসাব লা'নতী কাজের ভিতরে নিমজ্জিত,

এ্যায়ছা লোকও মনে করে যে, আমিও একজন আলোকিত। নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ্পাক এ্যায়ছা বিষাক্ত এবং অভিশপ্ত রুচি, মনন এবং জীবন থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন।

মানুষ আলোকিত হয় আল্লাহ্র আনুগত্যে, আল্লাহ্র ভালবাসায়

কোরআনের এই আয়াত ক্যায়ছা মজাদার আয়াত!

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

আল্লাহ্ বলেন– সব অন্ধকার-কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত করে আমি ঈমানওয়ালাদেরকে নূর আর নূরের ভিতর নিয়ে আসি।

সেজদা যে করে সে আলোকিত হয় সেজদার নূরে ।

কালেমা যে পড়ে সে আলোকিত হয় কালেমার নূরে ।

হজ্ব যে করে সে আলোকিত হয় কা'বার নূরে ।

আওলিয়ারা আলোকিত হয়

আল্লাহ্পাকের মহব্বতের নূরে।

আল্লাহ্পাকের ভালবাসার নূরে।

যে আল্লাহ্র জন্য কান্না-কাটি করে, চোখের পানির মধ্যে আল্লাহ্পাকের পক্ষ হতে বর্ষিত তাজাল্লীর আলোতে সে আলোকিত হতে থাকে।

গুনাহ্ থেকে যে বাঁচে, তাকওয়ার নূরে, আল্লাহ্পাকের গভীর নৈকট্যের নূরে সে আলোকিত হতে থাকে।

এল্মে-নবুওয়তে আলোকিতদের সংস্পর্শে ওঠাবসা করলে আলো এবং অন্ধকারের মাঝে পার্থক্যের নূর নসীব হয়

তাহলে ওরা আল্লাহ্পাকের গযবের কাজ করে কিভাবে আলোকিত হয় কে জানে? মনে হয় শয়তানে যে ফোকাস মারে, তাতেই কিনা অ.লোকিত হয়ে যায়। নতুবা নষ্টামি-ভ্রষ্টামি করে, আল্লাহ্পাকের লা'নতে আর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে কিভাবে যে 'আলোকিত' হতে পারে? এ জন্য দুনিয়ার এসব লোকদের এইরূপ বাকপটুতা দ্বারা কখনো বিভ্রান্ত এবং ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া চাই না। আর সে ধোঁকা থেকে বাঁচতে হলে এল্মে-নবুওয়তের আলো যাদের কাছে মওজুদ, এল্মেদ্বীনের আলো যাদের কাছে মওজুদ, তাদের সংস্পর্শে ওঠাবসা থাকা চাই। সযত্নে-সাগ্রহে তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা চাই। তবেই আলো এবং অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য করার তওফীক নসীব হবে। তা না হলে মসজিদ এবং মন্দিরকে সমান মনে করবে মানুষ।

যে ব্যক্তি বলে 'সব ধর্ম সমান' নিঃসন্দেহে সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহু দূরে

কেউ কেউ নাকি ইদানিং বলে, 'সব ধর্ম সমান!' (নাঊযুবিল্লাহি তাআলা মিন যালিক।) মুসলমান হয়ে যালেমরা এত ধংসাত্মক পথে কিভাবে যেতে সাহস করল যে, সব ধর্ম সমান। ইন্না লিল্লাহি...। কোন্ চিন্তাধারার লোক তুমি? যে ব্যক্তি বলবে, 'সব ধর্ম সমান', নিঃসন্দেহে সে একজন কাফের। তার ঠিকানা বিলকুল চিরদিনের জাহান্নাম।

নামদার নেতা হওয়ার জন্য,
লিডার হওয়ার জন্য,
আর সব লোকদের খুশি করার জন্য এই গালগপ্প করছ?
হে বন্ধু!
নিজে বেঈমান হয়ে,
নিজে কাফের হয়ে,
আরেকজনকে খুশি করছ?
জাহান্নামের কীট হওয়ার জন্য?!
যালেম! এখনি তওবা কর। এখনো সঠিক পথে চল।

নাম আর নেতৃত্বের জন্য মানুষ এমন পাগল হয়ে গেছে যে, 'সব ধর্ম সমান' এর গান গেয়ে বে-মালুম চির জাহান্নামী হওয়ার পথে ছুটে চলেছে। 'সব ধর্ম সমান' হলে আল্লাহ্পাক নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন কোন্ কাজের জন্য? যে যত ধর্মই অনুসরণ করে সবগুলো চলছে জাহান্নামের রাস্তায়, সব জাহান্নামে নিয়ে পৌঁছে দিবে। কেবল মাত্র ইসলামই মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে। এটাই ইসলামের 'সত্য ও অকাট্য বিশ্বাস'। তো ফের সব ধর্ম সমান হলো কিভাবে? যে মনে করবে সব ধর্ম সমান অথবা সব ধর্মের মর্যাদা সমান, সে পাক্কা কাফের। তার ঠিকানা চিরদিনের জাহান্নাম।

ক্যায়্ছা জাহালতের কথা?
কী গণ্ড-মূর্খদের কথা-বার্তা!
এরা আবার শিক্ষিত ।
কিসের শিক্ষিত?
কোন্ ধারার শিক্ষিত?
এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা যে বলতে পারে!

এইরূপ বদ্ধ পাগলের কথা
কোন্ হেদায়েতেরকথা?
কোন্ নূরের কথা?
কোন্ নাজাতের কথা?
কী হলো লোকদের?

দ্বীনের বিষয়ে আলেম-ওলামাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ ও প্রচার করা নিজের দ্বীন ধ্বংসের প্রস্তুতি

এত দুঃসাহস যে, মানুষ ইসলামের বিষয়ে বেপরোয়াভাবে বলতেই থাকে। বলে যে, আলেম-ওলামারা ইসলাম বোঝে না। ইসলাম বোঝে তবে পাগলের দলে?
যারা উন্মাদ এবং মাথা খারাপ,
ক্ষমতার লোভ, দুনিয়ার মোহে যারা আক্রান্ত,
যা খুশি পাগলের প্রলাপ বকতে থাকে,
তারাই ইসলাম খুব বোঝে এবং ইসলামের ব্যাখ্যাও তারাই বেশী বোঝে। ওলামায়ে-দ্বীন ইসলামের ব্যাখ্যা বোঝেন না। মতলবওয়ালারা ইসলাম ভাল বোঝে। আর যারা ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী তারা ইসলাম কিছুই বোঝেন না।

ইসলামে স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম সোজা জাহান্নাম

কী হলো লোকদের!

এত ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মানে ইবলীছের বিলকুল দোসর হওয়া। ইবলীছের পাক্কা গোলামীতে নিজের জীবনকে ধ্বংস এবং বরবাদ করা। এরকম বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের অনুসারী যারা হবে, অবশেষে জাহান্নামেই পৌঁছতে হবে। আল্লাহ্তাআলা এ্যায়ছা বিভ্রান্ত জাহান্নামী মস্তিষ্কের রাস্তা থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। কোরআন-সুন্নাহ্র বয়ান, আল্লাহ্র রাসূলের বয়ান, হে বন্ধু! তোমার নজরে সেখানে আলো নেই, সেখানে হেদায়েত নেই? আর তোমার এ সকল যা-খুশি-তা মতলবী বক্তৃতা, তার ভিতরেই কিনা মানবতার সব কল্যাণ নিহিত? (নাউযুবিল্লাহি তাআলা মিন যালিক।)

মহান রব্বুল আলামীনের কথা যারা জানে এবং মানে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী

যে মহান আল্লাহ্ মানুষের সৃষ্টিকারী সেই আল্লাহ্পাকই জানেন যে,
মানুষের কল্যাণ কিসে,
মানুষের কামিয়াবী কিসে,
মানুষের সফলতা কিসে,
মানুষের সম্মান ও মর্যাদা কিসে।

মহান রাব্বুল আলামীনের কথা যারা জানে, তারাই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। যারা সেই কথা মানে তারাই প্রকৃত ভদ্র এবং সভ্য। ফের আলেম-ওলামা যারা নায়েবে রাসূল, তারা আল্লাহ্র কথা বুঝে না? তারা কোরআন-হাদীসের কথা বুঝে না? আর তুমি ইংরেজী পড়েছ, কোরআন-হাদীসের কোন খবরই নেই। ইসলাম সম্পর্কে কিছু বাংলা-ইংরেজি বই-পুস্তক যা কোন রকমের অনুবাদ—তন্মধ্য হতে এখান থেকে একটু দেখে, ওখান থেকে একটু দেখে কোন জায়গায় বক্তৃতার মধ্যে কিছুটা রেফারেন্স টানতে পারলেই বস্ পুরা ইসলামের ধ্বজাধারী হয়ে যাও তোমরা। আল্লাহ্তাআলা তোমাদেরকেও হেদায়েত নসীব করুন। আমীন... । হেদায়েত সকলেরই দরকার।

আলেমের কাজই হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, তজ্জন্য দরদ ভরা অন্তরে ফিকির করা

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তো আবু লাহাব, আবু জাহ্লের হেদায়েতের জন্যও ব্যথাতুর হৃদয়ে, দরদভরা অন্তরে ফিকির করেছিলেন। এ জন্য সকলেরই হেদায়েতেরজন্য প্রাণ খুলে দোয়া করা চাই। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকেও হেদায়েত দেন, এ্যায়্ছা বদ্ধ পাগলদেরও হেদায়েত নসীব করেন। আমীন... ।

যারা ইসলামের ব্যাখ্যা দেয় মতলব মোতাবেক, আলেমরা তাদের সম্মুখে ব্যাখ্যা দিলে তখন তারা বলে, না, এগুলো তাদের মতলবের কথা। আলেমদের আবার মতলব কী? আলেমের কাজই হলো আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের কথা মানুষের কল্যাণে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। যারা হক্কানী ওলামাদের কথা গ্রহণ করবে, তারা হেদায়েতের পথ পাবে। আর যারা প্রত্যাখ্যান করবে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে অন্যের ক্ষতি করল না, বরং নিজের ক্ষতি নিজেই করল।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে তওফীক দেন যেন, আমরা তাকওয়ার পথে চলি, সুন্নতের পথে চলি। গুনাহমুক্ত এক জীবন গড়ি।

খালেছ সন্নত-শরীয়তের আলোকেই নিজেকে এবং জনগণকে আল্লাহ্মুখী করা চাই

এই যমানাতে, ভয়ঙ্কর ফেৎনার এই দুনিয়াতে দ্বীনের পথে চলার জন্য মযবূত ও পরিপক্ক এল্মে-দ্বীন ভিত্তিক সমঝ দরকার।

মহান আয়িম্মায়ে-দ্বীন ও ফোকাহায়ে-উম্মতের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ও ফয়সালার আলোকেই চলা কর্তব্য দ্বীন সংশ্লিষ্ট সর্ব বিষয়ে। দলীলের ভিত্তিতে ফয়সালা দানের যোগ্যতা প্রসূত অধিকার আমাদের নয়, আয়িম্মা ও ফোকাহাদের। আমরা তো কেবল তাঁদের অনুসরণ করবো। তবেই আমাদের দ্বীন নিরাপদ হবে। তাই, দ্বীনী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক রঙে না রঞ্জিত হয়ে পড়ি।

হর কথায় রাস্তায় নেমেই—
চল ইউরোপীয় ধাঁচে আন্দোলন করি,
ইউরোপের রঙে মিছিল করি।
সেই মিছিল আর মিছিল।
প্রিয় বন্ধু! এটা কি সুন্নতের রং? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর শিক্ষা বা হেদায়েতের রং?
আল্লাহ্র নবীরা কি মিছিলে মিছিলে যিন্দেগী কাটিয়েছিলেন?
নবী-রসূল এবং সাহাবারা শুধু এই মিছিল করতেন রাস্তায় রাস্তায়?

নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাতের মতোই আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল্-মুন্কার সংক্রান্ত বিষয়াদিতেও মহান ফকীহ্দের বাতলানো 'পথ ও পদ্ধতিই' শুধু অনুসরণ করাই কর্তব্য নয় কি আমাদের? এদিকে নজর দেওয়া অত্যন্তই জরুরী বিষয়। তাই আসুন, 'সহীহ্ এল্মের আলোকে' 'দ্বীন' দেখি। 'আসলাফ ও আকাবেরের ভাণ্ডার' থেকে দ্বীন শিখি।

আমার বন্ধু! চল সত্য কথা বলি।
মিথ্যা ত্যাগ করি।
গীবত ত্যাগ করি।
হারাম রাস্তায় চলা ত্যাগ করি।
সুন্নতের অনুসরণ করি।

আয়িম্মা ও ফোকাহাদের 'সিদ্ধান্ত' জেনে সেই মোতাবেক 'সত্যিকার দ্বীনী খেদমত' করি। শুধু জয্‌বা ও আবেগেরই বাস্তবায়ন নয় বরং এক্ষেত্রে শরীঅতের আহ্‌কাম কি, তাও তো দেখি! এমন নাজুক বিষয়াদির ক্ষেত্রে অবশ্যই 'নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হী গ্রন্থাবলী' হতে শর্‌য়ী সিদ্ধান্ত ও 'শর্‌য়ী পদ্ধতি' জানতে ও মানতে অভ্যস্ত হই। তাহলে আমাদের দ্বীনী খেদমত, মেহ্‌নত ও কষ্ট-ক্লেশ অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে এবং আল্লাহ্‌পাকের নিকট 'কবূল যোগ্য' হবে।

সুন্নত ও তাকওয়ার নূরে আলোকিত হয়ে দ্বীনের কথা বললে আল্লাহ্‌পাক ঐ কথার মধ্যে আছর দান করেন

নিজে তাকওয়ার নূরে আলোকিত হয়ে যখন দ্বীনের কথা বলবে আল্লাহ্‌পাক তখন ওই কথার মধ্যে আছর দান করবেন। ফলে, মুসলমানরা মনে করবে, ভাই!

আমার ফায়দার জন্য বলছে।

আমার দরদেই বলছে।

আমারই কল্যাণে,

আমারই শুভাকাঙ্খায় সে এসব কথা বলছে।

কিন্তু আরেক কথা হলো, খুব গরম মেজাজে, জেদে-খেদে এমন কথা বললাম যার ফলে তারা মনে করল যে, দেখ!

আমাদেরকে ঢিল ছুড়ছে,

পাথর মারছে।

এ্যায়ছা লোকের কথা লোকজন গ্রহণ করবে কি?

দ্বীনী কাজ করার জন্য নবী-রাসূল এবং পূর্বসূরী মহান আসলাফ ও আকাবেরের যিন্দেগীতে নমুনা খোঁজা চাই

এজন্য আলেম যদি হর কথায় রাস্তায় নামতে থাকে, তাহলে সে দ্বীনের কাজ করবে কীভাবে? দ্বীনের কাজ করার জন্য নবী-রাসূলদের যিন্দেগী দেখা চাই। তাঁদের যিন্দেগীর অনুসরণেই দ্বীনের কাজ করা চাই। আমাদের আলেম সমাজের বিরাট এক অংশের অবস্থা এরকম হয়ে গেছে যে, গণতন্ত্রবাদী ইউরোপীয় চরিত্রে, ইউরোপীয় রঙে তারা দ্বীনের খেদমত করা পছন্দ করে বসছেন।

লায়লাকে বাদশার নয় মজনূঁর চোখে, ইসলামকে গণতন্ত্রের নয় বরং ইসলামের চোখ দিয়েই দেখা চাই

আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর লেখা **"হাকীমুল উম্মত কে ছিয়াছী আফকার"** কিতাবটি প্রত্যেক আলেমের কাছে থাকা চাই। এতে তিনি লিখেছেন যে, বহু বড় বড় আলেম মানুষ পর্যন্ত ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছেন। তারা ইসলামের বহু তাকাযা ও কর্তব্যকে গণতন্ত্রের চোখ দিয়ে দেখেন। জনাব! ইসলামকে গণতন্ত্রের চোখ দিয়ে দেখতে হয়? নাকি ইসলামকে ইসলামের চোখ দিয়েই দেখতে হয়?

লায়লা আর মজনূঁর ঘটনা বাস্তব ছিল। লায়লার জন্য মজনূঁ ভীষণ পাগল ছিল। তো বাদশাহ্ ভাবলেন যে, কী হয়েছে ওদের? ওরা চাচাত ভাই-বোন। মজনূঁও তো ভদ্র ফ্যামিলির ছেলে। কিন্তু লায়লার জন্য এমন পাগল! কারণ কী?

মাওলানা রূমী (রহ.) মছনবী শরীফে লিখেছেন যে, বাদশাহ্ ভাবলেন, লায়লা হয়ত ভীষণ সুন্দরী মেয়ে হবে। তাই বাদশাহ্ লায়লাকে দেখার জন্য দরবারে ডাকিয়েছেন। বাদশাহ্ যখন তাকে দেখলেন তখন বলতে লাগলেন, ওহ্হো! তোমার জন্য পাগল হয়েছে মজনূঁ?

از دگر خوباں تو افزوں نیستی

আরে! তোমাকে ত বিশেষ কোন সুন্দরী বলে মনে হয় না। আদৌ কোন যবরদস্ত সুন্দরী তো তুমি নও।

از دگر خوباں تو افزوں نیستی

অন্যান্য সুন্দরীদের চেয়ে কোন আলাদা বৈশিষ্ট্যওয়ালী বিলকুলই মনে হয় না তোমাকে। লায়লা তখন বিরক্ত ও রাগত: কণ্ঠে বলে উঠল-

گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی

বাদশাহ্ নামদার! চুপ থাকুন আপনি। আপনি কিভাবে বুঝবেন কতটা সুন্দরী এই আমি?

دیدۂ مجنوں اگر بودے ترا ☆ ہر دو عالم بے خطر بودے ترا

আপনি মজনূঁর চোখ দিয়ে ত দেখন নি আমাকে। নিজের চোখ দিয়ে দেখেছন। তাহলে আমাকে বুঝবেন কিভাবে? মজনূঁর চোখ দিয়ে দেখলে তখন বুঝতে পারতেন যে, লায়লা কাকে বলে।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে সকল তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব মুক্ত এ্যায়ছা 'ইসলামী চোখ' তথা 'মোহাম্মদী চোখ' নসীব করুন যে চোখে শুধু ইসলাম সুন্দর লাগে,

মুজতাহেদীন ও ফোকাহাদের দ্বীনী ব্যাখ্যা সুন্দর লাগে ।

আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য দ্বীনের কথা দরদ ভরা হৃদয়ে বলার তওফীক আমাদের নসীব হয়।

হে দ্বীন-পিপাসু, ইসলাম-পিপাসু! কে কি করল বা বলল, ওসব দেখার দরকার কী আমাদের? আমাদের ত স্রেফ এবং স্রেফ ইসলামের পথেই চলা উচিত। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনি তওফীক দান করুন।

দ্বীনের কোন বিষয়ে এই যমানার কয়েকজন আলেম একমত হলেই কস্মিনকালেও তা 'ফোকাহাদের এজমা' হিসাবে গণ্য হয় না

কী আশ্চর্য! নবী-রাসূলদের দ্বীনের খেদমতের তরিকা আমাদের চোখের সামনে থাকে না। অথচ আমরা বলে বেড়াই যে,

নবী আমাদের জন্য মডেল,

নবী আমাদের জন্য উত্তম নমুনা।

আমাদের আন্দোলনের জন্যও কি নবীই নমুনা নন?

ওই সময় নবীর নমুনার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যাই আমরা?

অতি উৎসাহী কিছু বেহুঁশ মৌলবী সাহেবরা নাকি বলে, আন্দোলনের নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে ইদানিং আমরা 'নতুন এজমা' করেছি। কবে হঠাৎ করে এজমা' করে ফেলেছেন আপনারা? এজমায় দস্তখতকারী কোন্ কোন্ নতুন মুজতাহিদ! (?) এজ্‌মা' সম্পাদনের মত ফোকাহা এযুগে কারা?

দ্বীনের জন্য খেদমত করেছেন, মেহনত করেছেন সাহাবায়ে-কেরাম (রা.)। তদ্রূপ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনও খেদমত করছেন। আমরা তো তাঁদের পথেই চলবো। তাঁদের পথ অনুসরণ করবো। তাঁদের ব্যাখ্যা ও ফয়সালা অবশ্যই মেনে চলবো।

হর যামানার ফেৎনায় হযরত বেলালরা মাওলাকে নিয়ে; আর আবূ লাহাবরা নিজেদের হীন চিন্তা-হীন স্বভাব-চরিত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকবে

দুনিয়াতে ফেৎনা হতেই থাকবে।
আবূ লাহাবরা আবু লাহাবদের কাজ করতেই থাকবে।
নমরুদরা নমরুদদের কাজ করতেই থাকবে।

کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا ☆ عشق اپنا کام کرتا ہی رہا

আর যাদেরকে আল্লাহ্পাক বেলাল বানিয়েছেন, যাদেরকে তিনি হাসান বসরী বানিয়েছেন, জুনায়েদ বাগদাদী বানিয়েছেন— এই কাফেলা এবং তাঁদের অনুসারীরা এই কাফেলার যে মোবারক কাজ সেটাই তারা করতেই থাকবেন। যার যেটা কিসমতে আছে কর। কারো কিসমত জান্নাতে যাওয়ার, সে জান্নাতের আমলে মশগুল থাক। মাশাআল্লাহ্। আর কারো কিসমত নমরুদদের বাহিনীতে যোগ দেওয়া। দাও এবং তার পরিণামও দেখ। বাহিনীতে যোগ দিয়ে ফের পরিণামও দেখ। আল্লাহ্ তাআলা নমরূদ বাহিনীর খপ্পরে পড়া থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন, সমস্ত মুসলমানকে হেফাযত করুন।

আমরা সুন্নতের আলোকিত জীবন গড়ি এবং জাহান্নামী যিন্দেগী থেকে দূরে থাকি!

আমার ভাই!
গুনাহ্ থেকে বাঁচার,
তাকওয়ার উপর চলার,
সুন্নত মোতাবেক জীবন গড়ার হিম্মত করি সকলে।

আমরা ইংরেজদের যিন্দেগী থেকে,
ইংরেজদের কালচার থেকে,
ইংরেজদের চাল-চরিত্র থেকে,
ইংরেজদের ফ্যাশন থেকে,
নিজেরাও দূরে থাকার ফিকির করব,
নিজেদের সন্তানদিগকেও তা থেকে দূরে রাখার ফিকির করবো।

সন্তানদেরকে বিজাতির অনুকরণে বেদ্বীন হওয়ার পথে ঠেলে দিয়ে পরে তাদের দ্বীনদার হওয়ার আশা করা বোকামী বৈ কি?

অনেকে নিজে মসজিদে আসে, খুব নামায পড়ে। এশরাক, আওয়াবিন, চাশ্‌ত্‌ ও তাহাজ্জুদ পড়ে। কিন্তু ছেলে-মেয়ে সব ইংরেজদের মত চলছে। বলে যে, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। এটা হলো শয়তানের আরেক চক্রান্ত। ইবলীছের এক চতুর মন্ত্র হলো, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। বড় হলে কিভাবে ঠিক হবে? ছোট্ট থাকতে বীজ লাগিয়েছে নিম গাছের। বলে, না, বড় হলে এটা কাঁঠাল গাছ হয়ে যাবে! ওয়াহ্‌ ওয়া! কী রকম জবরদস্ত বুদ্ধিমান আপনি। আপনাকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া উচিত। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজিবীদের পুরস্কার দেওয়া উচিত আপনাকে। নিম গাছের বীজ লাগিয়ে কিছু দিন পর চোষা আম খাওয়ার অপেক্ষায় আছেন আপনি যে, ইনশাআল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ বড় কুদরতওয়ালা। বড় হলে আল্লাহ্‌র রহমতে আমার এ নিম গাছকে তিনি কাঁঠাল কিংবা চোষা আমগাছই বানিয়ে দিবেন! কত বড় বুদ্ধিমানের কথা এটা! ছেলে-মেয়েদেরকে এখন তুমি ইংরেজদের যিন্দেগী শিক্ষা দিচ্ছ, ইংরেজদের চাল-চলনে অভ্যস্ত করছ। আর আশা করছ যে,

বড় হলে ওরা বড় ঈমানওয়ালা হবে,
বড় তাওহীদওয়ালা হবে,
বড়ই আল্লাহ্‌র ভয়ওয়ালা হবে,
আল্লাহ্‌র মহব্বতওয়ালা হবে! খুব জান্নাতমুখী হবে!

কী ভয়াবহ অপরিণামদর্শী ও কতটা সীমালঙ্ঘনকারী এই অভিভাবক, যে এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে। কত জঘন্য যুলুমকারী সেই পিতা-মাতা, যে পিতা-মাতা সন্তানের জীবনকে এভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করতে থাকে।

যেই বাবা-মা নিজ সন্তানকে মহান রব্বুল-আলামীনের সাথে পরিচিত করিয়ে দেন, রাজা-বাদশার চেয়েও বহু উত্তম সেই পিতা-মাতা

পক্ষান্তরে কত ভাল,
কত মোবারক,
কত প্রসংশনীয়

ঐ পিতা-মাতার জীবন, যে পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে শৈশবকাল থেকে আল্লাহ্‌মুখী বানিয়ে দেন,

মহান রাব্বুল আলামীনকে চিনিয়ে দেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র আদর্শ এবং জীবনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন,

সেই পথ ধরিয়ে দেন।

সেই বাবা-মা কত যে ভাল বাবা-মা! কত না আদর্শ পিতা-মাতা তাঁরা। লাখো-কোটি রাজা-বাদশার চেয়ে অধিক মর্যাদাশীল ঐ বাবা-মা, যেই বাবা-মা নিজের সন্তানকে মহান রাব্বুল আলামীনের পথ চিনিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌কে ডাকা শিখিয়ে দিয়েছেন,

দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে শিখিয়ে দিয়েছেন।

ঐরকম অভিভাবক হওয়ার আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে তওফীক দান করুন। আজ যারা ছোট, তারাও তো একদিন বাবা হবে। ”ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে”। দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকেও দয়াময়ের ‘কৃপাধন্য অভিভাবক’ রূপে কবূল করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبى الكريم

'আলোকিত মানুষ' সম্পর্কে একটি যিয়ারতের খাব

হাজী রূহুল আমীন ছালেহ বলেন, ১৮ নভেম্বর ২০১৩ইং রাতে আমি ঢালকানগরে আমার হযরতওয়ালা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর খানকায় ঘুমাই। স্বপ্নে দেখি যে, রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমার হযরতের খানকায় তাশরীফ এনেছেন। তারপর রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাকে মদীনা শরীফে নিয়ে যান। মদীনা শরীফে পৌঁছার পর দেখি যে, সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে আমি রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বলছিলাম– এখন যদি কোন 'আলোকিত মানুষ' পাওয়া যেত, তবে কতই না মজা হতো। তো রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন- চল, আলোকিত মানুষ খুঁজতে যাই। তারপরে রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন এবং আমার হযরতওয়ালা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন সাহের দামাত বারাকাতুহুম-এর খানকায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু দেখি যে, হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম খানকায় নাই। কেউ বললেন যে, হযরতওয়ালা ত তোমার বাড়িতে গিয়েছেন। তখন রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে নিয়ে চান্দিনায় আমার বাড়িতে গেলাম এবং আমার বাড়িতেই হযরতওয়ালাকে পেলাম। আমার বাড়ি থেকে রাসুলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সাথে আমরা দু-জনে মদীনা শরীফে পৌঁছে যাই। এরপরে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

অত:পর ফজরের নামাযের পুর্বে হযরতওয়ালার কামরায় গিয়ে দেখি –হযরতওয়ালা নিজের প্রকাশিতব্য বয়ান 'আলোকিত মানুষ'-এর প্রুফ দেখছেন। তখন আমার খুশির অন্ত থাকে না।

হযরতওয়ালার মুরীদ ও আশেক
হাজী রূহুল আমীন ছালেহ
চান্দিনা, কুমিল্লা

রূমীয়ে যমানা আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা
শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দাঃবাঃ-এর
রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর
গভীর মহব্বতে মোহিত দিল নিয়ে লেখা হাজারো
কবিতা হতে ২টি উপহার

'সত্য-ন্যায়ের মহান প্রতীক তুমি'

বিশ্বনবী বিশ্বনবী বিশ্বনবী তুমি
শ্রেষ্ঠনবী শ্রেষ্ঠনবী শ্রেষ্ঠনবী তুমি।

সর্বকালের মানবকুলের 'মহাকল্যাণকামী'
বিশ্ববাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলোর দিশা' তুমি।

মানবকুলের মুক্তিদূত ও শান্তিদূত গো তুমি
সত্য-ন্যায়ের মহানায়ক মহা-নবী তুমি ।

শাসককুলের শাসননীতির 'মহাপ্রদীপ' তুমি
বিচারপতির বিচারনীতির 'দীপ্ত নিক্তি' তুমি।

নির্যাতিত মানবতার 'মুক্তিব্যথা' তুমি
জাহালতের অন্ধকারে 'সূর্যরশ্মি' তুমি।

বর্বর আরব জাতির তরে 'স্বর্গরচক' তুমি
মূর্তিগৃহে তাওহীদের গো 'আলোকরশ্মি' তুমি।

গভীর নিশির 'নেশাবিভোর মহাসাধক' তুমি
মাওলাদ্বারে অশ্রুঢলে মহারোদক তুমি।

নির্যাতিত মানবতার 'অশ্রুমোচক' তুমি
এতীম দুঃখী-অনাহারীর 'মহাআশ্রয়' তুমি।

ব্যাভিচার ও অশ্লীলতার কবরদাতা তুমি
দুর্নীতি ও কুসংস্কার ধ্বংসকারী তুমি।

সর্বশেষে আসি সবার 'শীর্ষনবী' তুমি
সকল মহৎ গুণ ও কর্মে 'অগ্রগামী' তুমি।

সব নবীদের সর্ব জ্ঞানে-সর্বগুণে গুণী
স্রষ্টার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ তুমি মহাজ্ঞানী।

নারী জাতির স্বস্তি-শান্তির 'অগ্রদূত' গো তুমি
নারী জাতির মান-মর্যাদার আসনদাতা তুমি।

শ্রদ্ধাকারী সম্মানকারী আদরকারী তুমি
ছবরকারী শোকরকারী পেয়ারকারী তুমি।

ধৈর্য্য-সহ্য-কৃতজ্ঞতার 'শ্রেষ্ঠ নজীর' তুমি
স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার 'শ্রেষ্ঠ দর্পণ' তুমি।

বিশ্ববাসীর এ সংসারে 'শ্রেষ্ঠস্বামী' তুমি
শ্রেষ্ঠ পিতা, শ্রেষ্ঠ শাসক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক তুমি।

ক্ষমা-দয়া-উদারতার 'উদাহরণ' তুমি
শ্রেষ্ঠ সকল গুণ-মননের 'উজ্জীবন' গো তুমি।

গরীব-নাওয়ায, এতীম-নাওয়ায, দুস্থ-নাওয়ায তুমি
ভদ্র নাওয়ায, সভ্য নাওয়ায, মেহ্মান-নাওয়ায তুমি।

সাম্য, শান্তি, সুস্থনীতির বার্তাবাহক তুমি
সুস্থ-সুন্দর সমাজ গড়ার 'মহান নেতা' তুমি।

সন্ধি-ঐক্য-সুরাজনীতির 'দীপ্ত মডেল' তুমি
সবল-দুর্বল, শত্রু-বন্ধুর 'ন্যায়বিচারক' তুমি।

মানবসেবা, মানবদরদ, মানবসুখের নবী
বিশ্ববাসীর 'শ্রেষ্ঠ আপন' 'শ্রেষ্ঠ নির্ভর' তুমি।

স্বার্থত্যাগী, মোহত্যাগী, আত্মত্যাগী তুমি
মহাসত্য মহান্যায়ের 'মহান প্রতীক' তুমি।

ইচ্ছা, বোধ ও লক্ষ্যদেশের 'মহাদিকপাল' তুমি
ঊর্ধ্বলোকে উড্ডয়নের 'মহা জ্যোৎস্না' তুমি।

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তুমি'
'শেষনবী' ও নবীকুলের 'অগ্রনায়ক' তুমি।

তাং ১০-৩-১৩ ইং
ভোর ৫:১৭মিঃ
নিজ বাসা, বৈশাখী হাউজিং,
ঢালকানগর-ঢাকা

দয়ার নজর দাও

চোখের জলে থরে কাঁপে আরশ যে আল্লাহ্‌র
অশ্রু হেরি প্রিয়নবীর আরশ বেকারার।

আল্লাহ্-রাসূল-পাক কোরানের প্রেমিক বাংলাদেশ
প্রিয়নবীর প্রেমে উত্তাল পুরো বাংলাদেশ।

অগ্নিগিরির অগ্নি কোথায়, কোথায় ঝড়-তুফান
বাংলাদেশে বহে নবীর প্রেমের ঝড়-তুফান।

বাংলাদেশের মানুষ তোমায় ভীষণ ভালোবাসে
ঐ মদীনায় আসে ওরা কী যে পাগল-বেশে।

প্রিয়নবী বাংলাদেশী মানুষ তোমায় চায়
দলে দলে উঠছে ওরা তোমার প্রিয় নায়।

প্রিয়নবী বাংলাদেশের প্রতি একটু চাও
এদেশ তরে প্রিয় তুমি দয়ার নজর দাও।

অপেক্ষাতে দিনে-রাতে পেতে স্নেহ-বারি
অগ্নি মোদের স্নেহ-বানে দাও ত্বরা নিবারি।

তাং ১৮-১২-১৩ ইং
রাত ৯: ৪২ মিঃ

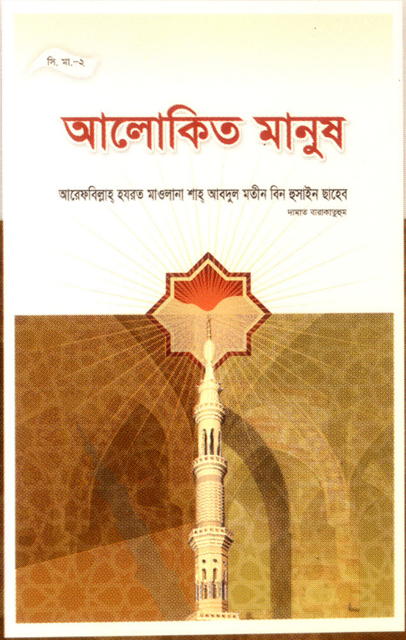

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫, ০১৯৬৩৩৩১৩৬০